গবেষণাপত্র সংকলন-১০

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা

ড. আহমদ আলী

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

গবেষণাপত্র সংকলন-১০

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা

ড. আহমদ আলী

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশন :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারী, ২০১০
মাঘ, ১৪১৬
সফর, ১৪৩১

ISBN 984-843-029-0 set

প্রচ্ছদ : গোলাম মাওলা

মুদ্রণ আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য : চল্লিশ টাকা

Gobesanapatra Sankalan-10 Written by Dr Ahmad Ali and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition February 2010 Price Taka 40.00 only.

প্রকাশকের কথা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ-এর অধ্যাপক ড. আহমদ আলী প্রণীত **"ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা"** শীর্ষক গবেষণাপত্রটি ২৪শে ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত স্টাডি সেশনে উপস্থাপিত হয়।

গবেষণাপত্রটির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে মূল্যমান পরামর্শ রেখে বক্তব্য পেশ করেন ড. মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ, ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, ড. মুহাম্মাদ হাসান মুঈনুদ্দীন, ড. মুহাম্মাদ ছামিউল হক ফারুকী, অধ্যাপক আ.ন.ম. রফীকুর রহমান, অধ্যক্ষ এ.কিউ.এম আবদুল হাকীম, ড. মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ বেলাল হুসাইন, ড. মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম, জনাব এ.কিউ.এম. আবদুশ শাকুর, ড. মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান, মাওলানা নাজমুল ইসলাম, মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইমদাদুল্লাহ, জনাব মুহাম্মাদ শফিউল আলম ভূঁইয়া, জনাব মুহাম্মাদ শাফীউদ্দীন, ড. মুহাম্মাদ সাইদুল হক, জনাব যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক, জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম, মুফতী মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান ও মাওলানা শামাউন আলী।

সম্মানিত আলোচকদের পরামর্শের আলোকে বিজ্ঞ গবেষক গবেষণা পত্রটি পরিমার্জিত করে বর্তমান রূপ প্রদান করেন।

গবেষণাপত্রটি ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা আশা করি এটি মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর চিন্তাশীল মানুষের নিকট সমাদৃত হবে।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন!

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

সূচিপত্র

ভূমিকা ॥ ৯

ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচয় ॥ ১১

অমুসলিমদের শ্রেণীভেদ : ১২-১৭

ক. আহলুয যিম্মাহ (যিম্মী) ॥ ১২

খ. মু'আহাদ ॥ ১৪

গ. মুস্তা'মান ॥ ১৫

ঘ. হারবী ॥ ১৬

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের স্থায়ী নাগরিকত্ব লাভের পদ্ধতি : ১৭-২২

ক. চুক্তি : ১৭-১৮

কাদের সাথে নাগরিকত্বের চুক্তি করা যাবে ॥ ১৮

চুক্তির শর্তাবলী ॥ ১৮

খ. সন্তুষ্টিজ্ঞাপক কার্যকলাপ : ১৯-২১

১. ইসলামী রাষ্ট্রে দীর্ঘ দিন বসবাস করা ॥ ২০

২. মুসলিম কিংবা যিম্মীর সাথে হারবী মহিলার বিয়ে ॥ ২০

৩. খারাজী জমি ক্রয় করা ॥ ২১

গ. অপরের অনুবর্তন : ২১

১. ছোট ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী ॥ ২২

২. ছিন্নমূল শিশু ॥ ২২

ঘ. বিজিত এলাকায় অস্ত্র সংবরণ ॥ ২২

অমুসলিম নাগরিকদের অধিকারসমূহ ঃ ২৩-৩২

১. জান-মাল-ইযযাত-আব্রুর নিরাপত্তা ॥ ২৩

২. স্বাধীনভাবে বসবাস, চলাফেরা ও বিচরণের অধিকার ॥ ২৪

৩. ধর্ম-কর্ম পালনের স্বাধীনতা ॥ ২৫

৪. জীবিকা উপার্জন ও চাকুরীর অধিকার ॥ ২৮

৫. অর্থনৈতিক কারবার পরিচালনার অধিকার ॥ ৩০

৬. জমির মালিকানা ও ব্যবহারের অধিকার ॥ ৩০

৭. পারিবারিক আইনে বিচারের অধিকার ॥ ৩০

৮. ভোটাধিকার ॥ ৩১

৯. বাকস্বাধীনতা ॥ ৩১

১০. শিক্ষার অধিকার ॥ ৩২

ব্যতিক্রমধর্মী বিষয়সমূহ ঃ ৩২-৩৯

ক. রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের পদ ॥ ৩২

খ. মজলিসে শূরা বা আইনসভার সদস্য ॥ ৩৩

গ. দেশ রক্ষার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি ॥ ৩৩

ঘ. মদ ও শূকরের ব্যবসা ॥ ৩৪

ঙ. ক্ষতিপূরণ দান ॥ ৩৪

চ. মুসলিমকে কাজে নিয়োগ করা ॥ ৩৪

ছ. অমুসলিমদের সাক্ষ্য ॥ ৩৪

জ. অমুসলিমের বিয়ে ॥ ৩৫

ঝ. অমুসলিমের যাব্হকৃত প্রাণি ভক্ষণ ॥ ৩৭

ঞ. স্বতন্ত্র বেশ-ভূষা ॥ ৩৮

অমুসলিমদের ওপর আরোপিত বিশেষ করসমূহ ঃ ৩৯-৪৩

ক. জিয্ইয়া (নিরাপত্তা কর) ॥ ৩৯

খ. খারাজ (ভূমি কর) ॥ ৪২

গ. 'উশূর (বাণিজ্যিক কর) ॥ ৪২

'উশূর আদায়ের শর্তাবলী : ৪৩-৪৪

১. নিসাব পূর্ণ হওয়া ॥ ৪৩

২. বাণিজ্য পণ্যের স্থানান্তর ॥ ৪৪

৩. বাণিজ্য পণ্যের এক বছর কাল স্থায়িত্ব ॥ ৪৪

৪. ঋণমুক্ত হওয়া ॥ ৪৪

অমুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড ঃ ৪৪-৪৫

ক. ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে অযাচিত মন্তব্য ॥ ৪৪

খ. মুসলিম জনপদে প্রকাশ্যে মদ ও শূকরের ব্যবসা ॥ ৪৪

গ. অন্যায়- অশ্লীলতা ॥ ৪৫

অমুসলিমের অপরাধ ও শাস্তির বিধান ঃ ৪৫-৪৭

ক. হাদ্দ জাতীয় অপরাধের শাস্তি ॥ ৪৫

খ. কিসাস জাতীয় অপরাধের শাস্তি ॥ ৪৬

গ. সাধারণ অপরাধের শাস্তি ॥ ৪৭

পাবলিক কোর্টে বিচার ॥ ৪৭

অমুসলিমদের নাগরিকত্ব নষ্টের কারণ ॥ ৪৮

অমুসলিমদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মহানুভবতা ঃ ৪৮-৫২

ক. শত্রুদের প্রতি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ক্ষমা ও মহানুভবতা ॥ ৪৯

খ. হাদিয়া আদান-প্রদান ॥ ৫০

গ. কুশলাদি জানা ও দেখা সাক্ষাত করা ॥ ৫০

ঘ. আতিথেয়তা ॥ ৫১

ঙ. বেচাকেনা ও লেনদেন করা ॥ ৫১

চ. অমুসলিমদের অধিকার আদায়ের নির্দেশ ॥ ৫১

ছ. অমুসলিমদের সাথে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার নির্দেশ ॥ ৫২

জ. অমুসলিমদের আর্থিক সহযোগিতা দান ॥ ৫২

অমুসলিমদের অধিকার সংরক্ষণে মুসলিম শাসকগণের ভূমিকা ॥ ৫২

অমুসলিম গবেষক ও চিন্তাবিদদের মতামত ॥ ৫৫

উপসংহার ॥ ৫৮

গ্রন্থপঞ্জী ॥ ৫৮

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শবাদী (Ideological) রাষ্ট্র। এর ধরন ও প্রকৃতি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চাইতে অনেকাংশে ভিন্ন। ইসলামের শাশ্বত আদর্শ ও মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। এ আদর্শ ও মূলনীতির প্রতি কার বিশ্বাস ও আস্থা আছে আর কার নেই - এ হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্র তার নাগরিকদেরকে মুসলিম ও অমুসলিম দু শ্রেণীতে ভাগ করে থাকে। রাষ্ট্রের যে সব নাগরিক ইসলামের আদর্শ ও মূলনীতির প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখে- তারাই এর নীতি নির্ধারক ও প্রধান কার্যনির্বাহী হিসেবে ভূমিকা পালন করবে- এটাই স্বাভাবিক। তবে যে সব নাগরিকের ইসলামের আদর্শ ও মূলনীতির প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা নেই, ইসলামী রাষ্ট্র তাদের শারী'আত প্রদত্ত অধিকার ও মর্যাদা দিতে বাধ্য। এ সকল অধিকার কেড়ে নেয়ার বা খর্ব করার ইখতিয়ার কারো নেই।

পক্ষান্তরে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোন সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও মূলনীতি নেই। শাসকবর্গ কিংবা আইনসভার সদস্যদের মর্জি মত দেশ পরিচালিত হয়। তাই এ ধরনের ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে মুসলিম ও অমুসলিমরূপে বিভক্ত করার প্রয়োজন পড়ে না এবং যে কেউ রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারক ও প্রধান কার্যনির্বাহী হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে আদর্শহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কাগজে-কলমে রাষ্ট্রের সকল নাগরিককে এক জাতি আখ্যায়িত করে সমান মর্যাদা ও অধিকারের কথা বলা হলেও কার্যত তা কখনো বাস্তবায়িত হয়নি, ভবিষ্যতেও কখনো হবে কি না তা বলা দুষ্কর। এ শুধু বাগাড়ম্বর। এখানে জাতি, বর্ণ ও দলগত পার্থক্য প্রবলভাবে মাথাচড়া দিয়ে ওঠে। সংখ্যাগুরু কর্তৃক সংখ্যালঘুরা বরাবরই অবহেলা, বঞ্চনা ও নির্যাতনের শিকার হয়। এ জন্য প্রখ্যাত রাজনীতি বিজ্ঞানী Maciver বলেন, Democracy is a form of government that is never completely achieved.[১] - "গণতন্ত্র এমন একটি সরকার ব্যবস্থা, যা কখনো পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।"

বর্তমানে জোরেশোরে প্রচার করা হয় যে, আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা সংখ্যালঘুদেরকে সমানাধিকার ও মর্যাদা দান করে, আর ইসলাম এ ব্যাপারে সংকীর্ণতার পরিচয় দেয়। আর এ কারণেই অমুসলিমরা ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী শাসনের কথা শুনলেই আতঙ্কিত হয়। আবার তাদের অনেকেই দাবী জানাতে থাকে যে, সকলের

---

১. Maciver, R.M., *The web of government*, p. 132.

সমানাধিকার নিশ্চিত করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এটা দীর্ঘ কাল ধরে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের ফল। তবে এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে অমুসলিমদের সার্বিক নিরাপত্তা, অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার সবচেয়ে বড় নিশ্চয়তা এ রাষ্ট্রগুলোকে পরিপূর্ণ ও নির্ভেজাল ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা ছাড়া আর কোনভাবে দেয়া সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সত্যনিষ্ঠ খালীফাগণের যুগে অমুসলিমরা ঠিক মুসলিমদের মতোই ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে নাগরিক সমঅধিকার ভোগ করত। তাদের জীবন, ধন-সম্পদ, 'ইযযাত-আব্রু ও ধর্ম রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর ন্যস্ত ছিল। তাঁরা অমুসলিমদের স্ব স্ব ধর্ম পালনে স্বাধীনতা দান করেন এবং স্ব স্ব সংস্কৃতির সেবার অবাধ অধিকার প্রদান করেন। কিন্তু পরবর্তী রাজতন্ত্রের যুগে কোথাও কোথাও তাদের প্রতি অবিচার করা হয় এবং তাদের অধিকার রক্ষার গুরুত্ব হ্রাস পায়। এ সময় আবার কোথাও কোথাও স্বয়ং মুসলিমদেরকেই শাসকদের গোলাম হয়ে থাকতে হয়েছিল, সে ক্ষেত্রে অমুসলিমদের অধিকার খর্ব হওয়া বিচিত্র কিছু ছিল না। কিন্তু হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ.) খালীফা নির্বাচিত হবার পর যখন ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন অমুসলিমরা পুনরায় তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পায়। তিনি অমুসলিমদের রক্তের মূল্য মুসলিমদের রক্তমূল্যের সমান বলে ঘোষণা করেন।[২] তিনি শাহী খান্দানের লোকদের নিকট থেকে অন্যায়ভাবে অধিকৃত ভূমিগুলো ফেরত নেন এবং অন্যায়ভাবে বেদখল হওয়া ভূমিতে তাদের দখল দান করেন।[৩]

---

২. হযরত মায়মূন ইবনূ মিহরান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার হীরার এক মুসলিম একজন ইয়াহুদীকে হত্যা করে। হযরত 'উমার ইবন আবদিল 'আযীয (রহ.) ঘটনা জানতে পেরে সেখানকার গভর্ণরকে লেখেন: হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের হাতে সোপর্দ করে দাও। তারা ইচ্ছে করলে তাকে হত্যা করতে পারে কিংবা ক্ষমাও করতে পারে। গভর্ণর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেন এবং অমুসলিমরা সে ব্যক্তিকে হত্যা করে। (ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, [কিতাবুদ দিয়াত], হা.নং: ২৭৪৬২)

৩. বর্ণিত রয়েছে যে, একদিন জনৈক অমুসলিম খালীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ.)-এর দরবারে আপীল করে যে, 'আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ অন্যায়ভাবে তার ভূমি দখল করে রেখেছে। খালীফা 'আব্বাসকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন : "এ অমুসলিম ব্যক্তির দাবীর ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি? 'আব্বাস জবাব দিল, "আমার পিতা ওয়ালীদ এ ভূমি আমার জায়গীরদারীতে অর্পন করেছেন।" এ কথা শুনে অমুসলিম ব্যক্তিটি বলল, "আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করুন।" খালীফা বললেন, "'আব্বাস, আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী অমুসলিমদের ভূমি জবর দখল করে তাতে কাউকে জায়গীরদারী দেয়া যায় না।" 'আব্বাস বললো," আপনার কথা সত্য; কিন্তু আমার নিকট খালীফা ওয়ালীদের প্রমাণপত্র রয়েছে। আপনার পূর্বের একজন খালীফার ফরমান রদ করার কী অধিকার আপনার আছে?" খালীফা জবাব দিলেন, نعم ، كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد، قم فاردد عليه ضيعته. - "ওয়ালীদের প্রমাণপত্রের চাইতে আল্লাহর কিতাব অনেক উর্ধ্বে। তুমি এ অমুসলিমকে এ ভূমি ফেরত দিয়ে দাও।" (ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৯,পৃ. ২৩৯)

ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচয়

ইসলামী রাষ্ট্র সার্বভৌম আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধি-বিধানের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি জনকল্যাণমূলক আদর্শবাদী রাষ্ট্র। কোন রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র হতে হলে রাষ্ট্রের সকল দিক ও বিভাগে আল্লাহর বিধান কার্যকর করতে হবে। এখানে সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার কোন সুযোগ নেই। আল-কুর'আন ও আল-হাদীসই ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক আইন। অন্যান্য আইন এই মৌলিক আইনের অধীনেই তৈরি হয়। রাষ্ট্রপ্রধান এককভাবে রাষ্ট্রের প্রশাসন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকারীও নন। তাঁকে দেশবাসীর প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিবর্গ বা মজলিসে শূরার পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য হল সামাজিক ন্যায় ও সুবিচার (Social Justice) প্রতিষ্ঠা করা। এখানে সকল মানুষই মানুষ হিসেবে একই রূপ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী। প্রত্যেকেই নিজ নিজ যোগ্যতা, দক্ষতা ও শক্তি অনুযায়ী আত্মবিকাশের সুযোগ লাভ করে এবং আইন সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হয়। এ সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ সম্পূর্ণরূপে প্রশাসন বিভাগের প্রভাবমুক্ত হয়ে বিচার-ফায়সালা করে থাকে। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, ইসলামে ন্যায় ও সুবিচার প্রত্যেক মানুষের সাথেই সম্পর্কিত। চাই সে মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম। মুসলিম হলে আত্ম-বিকাশের বেশি সুযোগ লাভ করবে আর অমুসলিম হলে কম সুযোগ লাভ করবে এবং মুসলিমরা অপরাধ করলে লঘু শাস্তি পাবে এবং অমুসলিমরা অপরাধ করলে গুরু শাস্তি পাবে- এ ধরনের অবস্থা ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ কারণে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আদর্শে যারা বিশ্বাসী নয় তাদের জীবন, সম্পদ ও 'ইয্যাতের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বও মুসলিমদের মতোই ইসলামী রাষ্ট্র কাঁধে তুলে নেয়। তারাও মুসলিমদের মতো একই রূপ নাগরিক অধিকার ও মর্যাদা ভোগ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. -"আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও মীযান (মানদণ্ড), যাতে মানুষ ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।"[৪] এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের প্রেরণ ও কিতাবসমূহের অবতরণের যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন তা হল সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। এ সুবিচার যেমন রাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিকদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তেমনি অমুসলিম নাগরিকদের বেলায়ও সুবিচারের বিধান লঙ্ঘন করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

৪. আল-কুর'আন, ৫৭ (সূরাতুল হাদীদ): ২৫.

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

"দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও সুবিচার করতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নিষেধ করেননি। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সুবিচার কারীদেরকেই ভালবাসেন।"[৫] এ আয়াতে যে সব অমুসলিম মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়নে অংশগ্রহণ করেনি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও সুবিচার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ বক্তব্য অন্য আয়াতে আরো সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. - "এবং কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন কখনো তোমাদেরকে ন্যায়-বিচার পরিত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ না করে। সুবিচার কর। এটাই তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী।"[৬] এ আয়াতে অকাট্যভাবে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, স্বজাতি ও বিজাতি নির্বিশেষে সবার বেলায় সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কোন ভিন্ন জাতির ক্ষেত্রে বিদ্বেষবশত ন্যায় বিচারের বিধান লঙ্ঘন করা তাকওয়ার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

বর্তমানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যদিও সামাজিক সুবিচারের কথা খুব জোরেশোরে উচ্চারিত হয়, কিন্তু বাস্তবে এর কার্যকারিতা দুর্লভ। আমরা অনেক দেশে দেখতে পাই, সকলের জন্য একই রূপ আইন কাগজে-কলমে আছে বটে, তবে তা সকলের জন্য সমানভাবে প্রয়োগ হয় না। তদুপরি সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল সুযোগ-সুবিধা সকলের জন্য সমানভাবে উন্মুক্তও নয়; বরং কোথাও জাতি, কোথাও বর্ণ, কোথাও ধর্ম, কোথাও অঞ্চল, কোথাও পেশা, কোথাও ভাষা, কোথাও দল ও মতের ভিত্তিতে সমাজের সুবিধাগুলোকে বৈষম্যপূর্ণভাবে বন্টন করা হয়। ইসলাম এ রূপ পক্ষপাতিত্বমূলক অন্যায় আচরণকে হারাম ও মহাপাপ গণ্য করে।

অমুসলিমদের শ্রেণীভেদ ঃ

দেশের বাইরের ও ভেতরের অমুসলিমদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা-

ক. আহলুয যিম্মাহ (যিম্মী)

যিম্মীরা হল ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী অমুসলিম নাগরিক।[৭] মুসলিমদের মতো তারাও রাষ্ট্রের

---

৫. আল-কুর'আন, ৬০ (সূরাতুল মুমতাহিনাহ) ঃ ৮

৬. আল-কুর'আন, ৬০ (সূরাতুল মা'ইদাহ) ঃ ৮

৭. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ* গ্রন্থে (খ.৭,পৃ.১০৪) যিম্মীদের সংজ্ঞা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, أهل الذمة هم الذين أقروا في دارالإسلام على كفرهم بالتزام الجزية و نفوذ أحكام الإسلام فيهم. -

সকল নাগরিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রে তাদের জান-মাল-'ইয্যাত-আব্রু ঠিক মুসলিম নাগরিকদের জান-মাল-'ইয্যাত-আব্রুর মতোই মূল্যবান ও পবিত্র বিবেচিত হয়। ইসলামী রাষ্ট্র শুধু কাগজে- কলমেই তাদের অধিকার দেয় না; বরং সে রাষ্ট্র নিজের ঈমান ও দীনের আলোকে কার্যত তা বাস্তবায়ন করতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রে আদৌ এ কথা বিবেচনায় আনা যাবে না যে, অমুসলিম রাষ্ট্রগুলো তাদের মুসলিম অধিবাসীদেরকে কাগজে-কলমেই বা কি কি অধিকার দিচ্ছে, আর বাস্তবেই বা কি দিচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, অনেকেই "যিম্মী" শব্দটিকে গালি মনে করে। আবার কেউ কেউ একে শুদ্র বা ম্লেচ্ছের সমার্থক বলেও প্রচার করে। এ রূপ ধারণা করার কোন ভিত্তিই নেই। এটা শব্দটির প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতা কিংবা ইসলামের শত্রুদের দীর্ঘকাল ব্যাপী অপপ্রচারের ফল। আরবী ভাষায় 'যিম্মাহ' শব্দটি দায়িত্বভার, সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও অধিকার প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইসলামের পার্থিব আইন-কানুন মেনে নেয়া এবং জিয্ইয়া আদায় করার শর্তে ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিম নাগরিকদের জান-মাল-'ইয্যাত-আব্রুর নিরাপত্তার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে বলে তাদেরকে আহলুয যিম্মাহ বা যিম্মী বলা হয়।[৮] ইসলামী রাষ্ট্র এ দায়িত্ব শুধু নিজের পক্ষ থেকে বা মুসলিম অধিবাসীদের পক্ষ থেকে গ্রহণ করে, তা নয়; বরং আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে গ্রহণ করে।[৯] এ দায়িত্বের গুরুত্ব এতো বেশি যে, ইসলামী রাষ্ট্রের আইনসভা তাদের শারী'আত সম্মত অধিকারসমূহ ছিনিয়ে নেয়ার আদৌ কোন অধিকার রাখে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, مَنْ ظَلَمَ ذِمِّيًا فَأَنَا خَصْمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. - "যে ব্যক্তি কোন যিম্মীর প্রতি অবিচার করল, তার বিরুদ্ধে কিয়ামাতের দিন (আল্লাহর দরবারে) আমি নিজেই ফরিয়াদী হবো।"[১০]

"জিয্ইয়া আদায় ও ইসলামের (রাষ্ট্রীয়) বিধি-বিধান মেনে নেয়ার শর্তে ইসলামী রাষ্ট্রে যে সব অমুসলিমকে নিজ নিজ ধর্মের ওপর অবস্থান করতে দেয়া হয় তাদেরকে যিম্মী বলা হয়।"

৮. ইবনুল আছীর, *আন-নিহায়াতু ফী গরীবিল হাদীস*, খ.২,পৃ.১৬৮

৯. হযরত আবূ হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,
أَلَا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَقَدْ أَخْفَرَ بِذِمَّةِ اللّٰهِ فَلَا يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.
"যে ব্যক্তি এমন কোন চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমকে হত্যা করবে, আল্লাহ ও রাসূল যার সুরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন, প্রকারান্তরে সে আল্লাহর অধিকারই নষ্ট করেছে। এ রূপ ব্যক্তি জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বৎসরের দূরত্ব থেকে অনুভব করা যায়।" (তিরমিযী, [কিতাবুদ দিয়াত], হা.নং : ১৩২৩; ইবনু মাজাহ, [কিতাবুদ দিয়াত], হা.নং:২৬৭৭) এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারই কেবল নিজের পক্ষ থেকে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তা নয়; বরং আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকেও এ দায়িত্ব গ্রহণ করে।

১০. আবূ না'ঈম আল-ইস্পাহানী, *মা'আরিফুতস সাহাবাহ*, (বাবুল 'আইন), হা.নং: ৩৬০০

খ. মু'আহাদ

মু'আহাদ অর্থ চুক্তিবদ্ধ। মু'আহাদরা হল দারুল হারবের[১১] চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম। সাময়িকভাবে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে আবদ্ধ অমুসলিমদেরকে আহলুল 'আহদ বা মু'আহাদূন বলা হয়।[১২] মু'আহাদদের সাথে চুক্তি অনুযায়ী আচরণ করা ওয়াজিব, যে পর্যন্ত তারা চুক্তির শর্তসমূহ মেনে চলবে। চুক্তি স্থির হয়ে যাবার পর তা পালন করতে গিয়ে সামান্য পরিমাণও হেরফের করা যাবে না, উভয় পক্ষের অবস্থান, শক্তি ও ক্ষমতায় যতই পরিবর্তন এসে থাক না কেন। ইসলাম এটাকে হারাম মনে করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ - "যে পর্যন্ত তারা তোমাদের জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ থাকবে, তোমরাও তাদের জন্য স্থির থাকবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের পছন্দ করেন।"[১৩] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ قَالَ سَعِيدٌ فِي حَدِيثِهِ فَيُصَالِحُونَكُمْ عَلَى صُلْحٍ ثُمَّ اتَّفَقَا فَلَا تُصِيبُوا مِنْهُمْ شَيْئًا فَوْقَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكُمْ.

"সম্ভবত তোমরা কোন জাতির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, বিজয়ীও হবে এবং সে জাতি নিজেদের ও নিজের সন্তান-সন্ততির প্রাণ রক্ষার্থে তোমাদের মুক্তিপণ দিতে চাইবে (সা'ঈদ [রা]-এর বর্ণনায় রয়েছে, তারা তোমাদের সাথে কোন চুক্তি সম্পাদন করবে), তা হলে তোমরা নির্ধারিত মুক্তিপণ কিংবা চুক্তির বাইরে সামান্য পরিমাণও বেশি নেবে না। কেননা সেটা তোমাদের জন্য বৈধ হবে না।"[১৪] এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমদের সাথে চুক্তিপত্রে যে সব শর্ত নির্ধারিত হবে, তাতে কোন ধরনের হেরফের করা যাবে না, তাদের ওপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপানো যাবে না। তাদের জমিজমাও দখল করা যাবে না। তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতায়ও হস্তক্ষেপ করা যাবে না। তদুপরি তাদের সাথে এমন কোন আচরণ করা যাবে না, যা যুলম, অধিকারহরণ, সামর্থ্যের মাত্রাতিরিক্ত বোঝা চাপানো অথবা সম্মতি ব্যতিরেকে সম্পদ হস্তগত করার পর্যায়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. -

---

১১. 'দারুল হারব' বলতে এমন অমুসলিম রাষ্ট্রকে বুঝানো হয়, যার সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের সাময়িক বা স্থায়ীভাবে কোন রূপ শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়নি এবং যেখানে প্রকাশ্যে অনৈসলামী বিধিবিধান চালু রয়েছে। (*আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.২০,পৃ. ২১৭)

১২. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.৭,পৃ. ১০৪

১৩. আল-কুর'আন, ৯ (সূরাতুত তাওবাহ) ঃ ৭

১৪. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং ঃ ২৬৫৩

"যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের প্রতি অবিচার করল কিংবা তার অধিকার ক্ষুণ্ন করল বা তাকে তার সাধ্যের বাইরে কষ্ট দিল অথবা তার সন্তুষ্টি ছাড়াই কোন কিছু তার কাছ থেকে কেড়ে নিল, এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিয়ামাতের দিন (আল্লাহ্‌র দরবারে) আমি নিজেই ফরিয়াদী হবো।"[১৫]

পক্ষান্তরে আজকালকার সভ্য (!) জাতিগুলো এ ধরনের রাজনৈতিক ধড়িবাজিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেছে যে, শত্রুপক্ষকে বশ্যতা স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কিছু উদার শর্ত নির্ধারণ করে নেয়। তারপর যেই তারা পুরোপুরি আয়ত্তে এসে যায় অমনি শুরু হয়ে যায় ভিন্ন ধরনের আচরণ। ইসলাম এ ধরনের প্রতারণাকে মহাপাপ গণ্য করে।

গ. মুস্তা'মান

মুস্তা'মান অর্থ নিরাপত্তা আশ্রিত। মুস্তা'মান হল যে অমুসলিম সাময়িকভাবে রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা কোন মুসলিম নাগরিকের নিরাপত্তায় ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবেশ করে। যিম্মী আর মুস্তা'মানের মধ্যে পার্থক্য হল- যিম্মী হল ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী অমুসলিম নাগরিক আর মুস্তা'মান হল ইসলামী রাষ্ট্রে সাময়িক সুবিধাপ্রাপ্ত অমুসলিম শ্রেণী।[১৬] মুস্তা'মান চার প্রকারের হতে পারে। যথা- ১.দারুল হারবের দূত বা বাহক[১৭], ২.ব্যবসায়ী, ৩. আশ্রয়প্রার্থী ও ৪. দর্শনার্থী, পর্যটক এবং অন্য যে কোন প্রয়োজনে প্রবেশকারী।

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান কিংবা তাঁর প্রতিনিধি রাষ্ট্রের কল্যাণ ও প্রয়োজন বিবেচনা করে যে কোন অমুসলিমকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রবেশ করার এবং সাময়িকভাবে কিছু দিন অবস্থান করার অনুমতি দিতে পারবে। তা ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের যে কোন মুসলিম নাগরিকও যে কোন অমুসলিমকে সাময়িক নিরাপত্তা ও আশ্রয় দান করতে পারবে। রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রের স্বার্থের একান্ত পরিপন্থী মনে না করলে তার সে নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রদানকে বলবৎ রাখবেন। হযরত আবূ মুররা (রা) থেকে বর্ণিত, মক্কা বিজয়ের দিন হযরত উম্মু হানী (রা) ইবনু হুবায়রাকে আশ্রয় প্রদান করা সত্ত্বেও হযরত 'আলী (রা) যখন তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তা জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মু হানী (রা) কে উদ্দেশ্য করে বললেন, قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ- "উম্মু হানী, তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছে আমরাও তাকে আশ্রয় দিয়েছি।"[১৮] তদুপরি রাসূলুল্লাহ

---

১৫. আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং : ২৬৫৪

১৬. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* খ.৩, পৃ.১৬১; খ.৭,পৃ. ১০৫

১৭. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুশরিকদের দূত ও বাহকদেরকে নিরাপত্তা দান করতেন। তাদের কোনরূপ ক্ষতি করতেন না। নু'আয়ম ইবনু মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, একবার ভণ্ড মুসায়লামাহর দুজন দূত তার একটি পত্র নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে উপস্থিত হয়েছিল। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا- "আল্লাহর কসম! দূতদেরকে হত্যা করা যাবে না- এ বিধান না হলে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই হত্যা করতাম।" (আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* [কিতাবুল জিহাদ], হা.নং:২৩৮০)

১৮. আল বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল জিযইয়া), হা.নংঃ ২৯৩৫

(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"উঁচু-নীচু নির্বিশেষে সকল মুসলিমের আশ্রয় ও নিরাপত্তা দানের জন্য একই রূপ হুকম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ যে কোন মুসলিম কোন অমুসলিমকে নিরাপত্তা দান করলে তা মেনে চলা সকল মুসলিমের কর্তব্য। অতএব যে কেউ কোন মুসলিমের অঙ্গিকার ভঙ্গ করবে তার ওপর আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশতা ও সকল মানুষের লা'নাত পতিত হবে।[১৯]

ইসলামী রাষ্ট্র যিম্মীদের মতো মুস্তা'মানের নিরাপত্তার রক্ষারও সার্বিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করবে। ইসলামী রাষ্ট্রের কোন নাগরিকের জন্য কোন মুস্তা'মানের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা, তাকে হত্যা করা কিংবা তার জান-মাল-'ইযযাত-আব্রুর প্রতি কোন রূপ হামলা করা জায়িয নেই।[২০] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ

"আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়। অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে।"[২১] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

مَنْ أَمَّنَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا

"যে ব্যক্তি কোন লোককে নিরাপত্তা দান করার পর হত্যা করল, জাহান্নাম তার জন্য অবধারিত হয়ে গেল, যদিও নিহত ব্যক্তি অমুসলিম হয়।"[২২]

ঘ. হারবী

হারবী হল দারুল হারবের অমুসলিম নাগরিক। উপর্যুক্ত তিন শ্রেণীর বাইরে যে সকল অমুসলিম রয়েছে তাদেরকে হারবী (ইসলামী রাষ্ট্রের শত্রু) রূপে গণ্য করা হয়।[২৩] তাদের জান-মাল-'ইযযাত-আব্রু রক্ষা করার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর বর্তাবে না। কোন হারবীর ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবেশ করতে হলে রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁর প্রতিনিধির অনুমতি নিয়েই প্রবেশ করতে হবে। অনুমতি ছাড়া কোন হারবী ইসলামী রাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ করলে তাকে দারুল হারবের গুপ্তচর বা লুটেরা বলে ধরে নেয়া হবে। রাষ্ট্রপ্রধান দেশ ও জনগণের স্বার্থে তার বিরুদ্ধে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। ইচ্ছে করলে তিনি তাকে হত্যাও করতে পারবেন, কারারুদ্ধ করেও রাখতে পারবেন। ইচ্ছে করলে বিনিময় নিয়ে কিংবা বিনা বিনিময়ে ছেড়েও দিতে পারবেন।[২৪] রাষ্ট্রের কোন নাগরিক -মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম- তাকে হত্যা করলে, হত্যাকারীর জন্য কিসাস বা দিয়াতের

---

১৯. আল বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল ই'তিসাম), হা.নংঃ ৬৭৫৬
২০. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার,* খ.১৬,পৃ. ৮১
২১. আল-কুর'আন, ৯ (সূরাতুত তাওবাহ) ঃ ৬
২২. তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর,* হা.নং: ১৬৪৯৪
২৩. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর,* খ.৫,পৃ.১৯৫; আল-কাসানী, *বাদা'ই,* খ.৭,পৃ. ১০০
২৪. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত,* খ.১০,পৃ. ৯৩; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী,* খ.৮,পৃ.৫২৩

বিধান প্রযোজ্য হবে না।[২৫] তবে তার এ কাজ রাষ্ট্র-কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বের অবমাননা বলে গণ্য হবে। এ জন্য রাষ্ট্রপ্রধান দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে তাকে অবস্থা অনুপাতে যে কোন রূপ সাধারণ দণ্ড দিতে পারবেন।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের স্থায়ী নাগরিকত্ব লাভের পদ্ধতি ঃ

একজন অমুসলিম হারবী চুক্তির মাধ্যমে কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি সন্তুষ্টি ও আনুগত্য বুঝা যায় - এ ধরনের কোন কাজের মাধ্যমে অথবা কারো অনুবর্তী হিসেবে বা মুসলিমদের হাতে বিজিত অঞ্চলের অধিবাসী হলে স্থায়ী নাগরিকত্ব লাভ করবে।

ক. চুক্তি

অমুসলিমরা ইসলামী রাষ্ট্রের সামাজিক ও ফৌজদারী প্রভৃতি আইন-কানুন মেনে নেবে এবং ফি বছর জিয্ইয়া আদায় করবে আর এর বিনিময়ে ইসলামী রাষ্ট্র তাদেরকে স্ব স্ব ধর্ম-কর্ম স্বাধীনভাবে পালনের সুযোগ দেবে এবং তাদের সকল নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করবে- এ মর্মে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে যে কোন অমুসলিম ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী নাগরিকত্ব লাভ করতে পারে।[২৬] এ ধরনের চুক্তির ফলে একদিকে অমুসলিমরা ইসলামী রাষ্ট্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কোন রূপ কার্যক্রম চালাতে পারে না। অপরদিকে মুসলিমদের সাথে মেলামেশার সুযোগে ইসলামের সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে তাদের ইসলাম গ্রহণ করার সুযোগ তৈরি হয়। অমুসলিমদের সাথে এ চুক্তি কেবল দীনের পথে তাদেরকে আকৃষ্ট করার মানসে সম্পন্ন করা হবে; কোন রূপ বৈষয়িক স্বার্থ ও অর্থের লোভে নয়।[২৭] এ চুক্তি মৌখিকভাবেও সম্পন্ন করা যায়। লিখিত করা শর্ত নয়। তবে লিখিতভাবে হওয়া উত্তম, যাতে তা প্রয়োজনে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যায় এবং কোন পক্ষের অস্বীকারের সুযোগ না থাকে।[২৮]

অধিকাংশ ইমামের মতে- এ চুক্তি করার একমাত্র বৈধ কর্তৃপক্ষ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান কিংবা তাঁর প্রতিনিধি। রাষ্ট্রের কল্যাণ ও প্রয়োজন বিবেচনা করে রাষ্ট্রপ্রধান যে কোন অমুসলিমের সাথে উপর্যুক্ত চুক্তি করতে পারবে। এ চুক্তি যেহেতু স্থায়ী নাগরিকত্ব লাভের, তাই তিনি বা তাঁর প্রতিনিধি ছাড়া রাষ্ট্রের অপর কারো জন্য কোন অমুসলিমের সাথে এ রূপ চুক্তি করা বিধেয় নয়। তাঁদের অনুমতি ছাড়া কেউ এ রূপ চুক্তি করলে তা রাষ্ট্র-কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বের অবমাননা বলে শামিল হবে।[২৯]

---

২৫. আল-কাসানী, *বাদা'ই..*,খ.৭,পৃ.২৩৫; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৭,পৃ.৬৪৮, ৬৫২,৬৫৭

২৬. আল-বাবরতী, *আল-'ইনায়াহ শারহুল হিদায়াহ*, খ.৫,পৃ. ৪৬৬; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯ পৃ.২৬৩

২৭. আল-কাসানী, *বাদা'ই*, খ.৭,পৃ. ১১১; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৩,পৃ. ২৭৫

২৮. আল-কাসানী, *বাদা'ই*, খ.৭,পৃ. ১১০; নাবাবী, *আল-মুহায্যাব*, খ.২,পৃ.২৫৪

২৯. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯,পৃ.২৩৯-২৪০, ২৬৯
তবে হানাফী ইমামগণের মতে- ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা তাঁর প্রতিনিধি ছাড়াও রাষ্ট্রের যে কোন মুসলিম নাগরিকের পক্ষে এ ধরনের চুক্তি করা জায়িয হবে। তাঁদের মতে- এ রূপ চুক্তি যেহেতু অমুসলিমদের জন্য ইসলাম গ্রহণের বিকল্প ব্যবস্থা, তাই এটা তাদেরকে ইসলামের প্রতি

কাদের সাথে নাগরিকত্বের চুক্তি করা যাবে?

আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান) ও অগ্নি উপাসকদের সাথে, অনুরূপভাবে অন্য যে কোন ধর্মাবলম্বীর সাথেও স্থায়ী নাগরিক চুক্তি করা যাবে। তবে হানাফীগণের মতে- আরব দেশের মুশরিকদের সাথে স্থায়ী নাগরিক চুক্তি করা বিধেয় নয়। কারণ, ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ চুক্তির উদ্দেশ্য হল অমুসলিমরা মুসলিমদের সাথে মেলামেশা করে ইসলামের সৌন্দর্যাবলী জানবে এবং এভাবে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ তৈরি হবে। এ ধরনের চুক্তির মাধ্যমে 'আরব দেশের মুশরিকদের ইসলাম গ্রহণের সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। কারণ তাদের ভাষায় কুর'আন নাযিল হয়েছে, তারা ইসলামের অনাবিল আদর্শ প্রত্যক্ষ করেছে এবং মুসলিমদের সাথে মেলামেশা করার দীর্ঘ সুযোগও লাভ করেছে। এতদসত্ত্বেও তাদের মধ্যে যারা মুশরিক রয়ে গেছে, তাদের মুসলিম হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ বলা চলে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আরব দেশের মুশরিকদের থেকে জিয্ইয়া গ্রহণ করেননি।[৩০] শাফি'ঈ ও হাম্বালী ইমামগণের মতে- আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান) ও অগ্নি উপাসক ব্যতীত অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে স্থায়ী নাগরিক চুক্তি করা বিধিসম্মত নয়। তবে মালিকী ইমামগণের মতে যে কোন অমুসলিমের সাথে – কিতাবী (ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান) হোক বা মুশরিক, 'আরব হোক বা অনারব- নাগরিক চুক্তি করা করা যাবে।[৩১]

চুক্তির শর্তাবলী ঃ

১. অমুসলিমদের নাগরিক চুক্তি স্থায়ী হতে হবে। ইসলামের বাই'আত যেমন স্থায়ীভাবে করা হয়, তেমনি তার বিকল্প চুক্তিও স্থায়ী সময়ের জন্য হতে হবে।[৩২] এ চুক্তি মুসলিমরা কোন অবস্থাতেই ভাঙ্গতে পারবে না। এ চুক্তি মেনে চলা তাদের জন্য চিরস্থায়ীভাবে বাধ্যতামূলক। পক্ষান্তরে অমুসলিমদের জন্য ইখতিয়ার রয়েছে যে, তারা যতদিন খুশি তা বহাল রাখতে পারে এবং যখন ইচ্ছে ভাঙ্গতে পারে।[৩৩] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

দা'ওয়াত দান রূপেই বিবেচনা করা হবে। অধিকন্তু এ চুক্তি যেহেতু জিয্ইয়ার বিনিময়ে হচ্ছে, তাই এক্ষেত্রে মুসলিমদের কোনরূপ স্বার্থহানি হচ্ছে না। (ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর,* খ.৫,পৃ.২১৩-২১৪)

৩০. আল-কাসানী, *বাদা'ই,* খ.৭,পৃ. ১১১; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী,* খ.৯ পৃ.২৬৩

৩১. শাফি'ঈ, আল-উম্ম, খ.৪,পৃ. ২৪০; আল-কাসানী, *বাদা'ই,* খ.৭,পৃ. ১১০-১১১; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী,* খ.৯ পৃ.২৬৩; ইবনুল 'আরাবী, *আহকামুল কুর'আন,* খ.২,পৃ. ৮৮৯

৩২. আল-কাসানী, *বাদা'ই,* খ.৭,পৃ.১১১
এটা অধিকাংশ ইমামের অভিমত। তবে শাফি'ঈগণের এক বর্ণনা মতে- নির্দিষ্ট সময়ের জন্যও এ চুক্তি করা যেতে পারে। (আল-বাহুতী, *কাশশাফ,* খ.৩,পৃ.১১৭, ১১৯)

৩৩. আল-কাসানী, *বাদা'ই,* খ.৭,পৃ. ১১২-৩

"যে পর্যন্ত তারা তোমাদের জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ থাকবে, তোমরাও তাদের জন্য স্থির থাকবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা মুত্তাকীদের পছন্দ করেন।"[৩৪]

২. ইবাদাত ব্যতীত অর্থনৈতিক লেনদেন ও কারবার এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের বিধি বিধান মেনে চলতে হবে।

৩. তাদের উপার্জনক্ষম প্রত্যেক পুরুষকে বার্ষিক জিয্‌ইয়া আদায় করতে হবে।

উপর্যুক্ত শর্তাবলীর ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে কারো কোন দ্বিমত নেই।[৩৫] তবে কোন কোন ইমাম এ শর্তগুলোর বাইরে আরো কিছু শর্ত যোগ করেছেন। যেমন 'আল্লামা মাওয়ার্দী আরো অতিরিক্ত ছয়টি শর্তের কথা বলেছেন। এগুলো হল ঃ

১. কুর'আনের বিরুদ্ধে অযাচিত কোন মন্তব্য বা গালাগাল করবে না এবং তাকে বিকৃত করার কোন প্রয়াস চালাবে না।
২. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি কোন অমর্যাদাকর ও অশালীন বাক্যবাণ ছুঁড়বে না।
৩. ইসলামের বিরুদ্ধে কোন অশালীন ও অরুচিকর মন্তব্য করবে না এবং তার বিরুদ্ধে কোন অপপ্রচার চালাতে পারবে না।
৪. কোন মুসলিম মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে না, এমনকি বিবাহের নামেও না।
৫. কোন মুসলিমকে দীনের ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত করতে পারবে না এবং কারো ধন-সম্পদে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।
৬. হারবী (অমুসলিম রাষ্ট্রের অধিবাসী)-কে কোনরূপ সহযোগিতা করতে পারবে না এবং তাদের গুপ্তচরদেরকে কোন রূপ আশ্রয়-প্রশ্রয় দিতে পারবে না।

মাওয়ার্দী বলেন, "এ সব শর্ত আনুষঙ্গিক। এগুলো স্পষ্টভাবে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা না হলেও তা মেনে চলা প্রত্যেক অমুসলিম নাগরিকের জন্য বাধ্যতামূলক হবে। এতদসত্ত্বেও তাদেরকে অবহিতকরণ এবং চুক্তিকে পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে এ সব বিষয় শর্তরূপে উল্লেখ করা হবে। শর্তের পরেও এ ধরনের কোন অপরাধে লিপ্ত হলে তা চুক্তি ভঙ্গের মধ্যে শামিল হবে।"[৩৬]

খ. সন্তুষ্টিজ্ঞাপক কার্যকলাপ

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি অমুসলিমের সন্তুষ্টি ও আনুগত্য বুঝা যায়- এ ধরনের কোন কোন কাজের মাধ্যমেও ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী নাগরিকত্ব লাভ করা যায়। নিম্নে এ ধরনের কয়েকটি কার্যকলাপের বিবরণ প্রদত্ত হল।

---

৩৪. আল-কুর'আন, ৯ (সূরাতুত তাওবাহ) ঃ ৭

৩৫. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী,* খ.৯ পৃ.২৬৬; আল-কাসানী, *বাদা'ই,* খ.৭,পৃ.১১১;আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত,* খ.১০,পৃ,৮৭

৩৬ আল-মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ,* পৃ. ১৮৪-৫

১. ইসলামী রাষ্ট্রে দীর্ঘ দিন বসবাস করা

সাধারণ চুক্তিবিহীন অবস্থায় কোন অমুসলিম হারবী কে ইসলামী রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সুযোগ দেয়া হয় না। তবে রাষ্ট্র প্রধান কিংবা কোন মুসলিমের ব্যক্তিগত আশ্রয়ে সাময়িকভাবে কিছু দিনের জন্য অমুসলিমকে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসের সুযোগ দেবার বিধান রয়েছে। এ ধরনের ব্যক্তিকে ইসলামী আইনের পরিভাষায় 'মুস্তা'মান' (নিরাপত্তা আশ্রিত) বলা হয়। অধিকাংশ ইমামের মতে 'মুস্তা'মান' এক বছরের কম সময়ের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করতে পারবে। 'মুস্তা'মান' পুরো এক বছর কিংবা ততোধিক সময় ধরে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করলে তার ওপর জিয্ইয়া আরোপিত হবে এবং সে ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী নাগরিকে পরিণত হবে। কেননা দীর্ঘ সময় ধরে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করলে বুঝা যাবে যে, সে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করতে এবং যিম্মীদের জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলী মেনে নিতে সম্মত আছে। এ বিষয়ে হানাফীগণের বক্তব্য হল- কোন অমুসলিম হারবী যথাযথ উপায়ে নিরাপত্তা নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবেশ করলে রাষ্ট্র প্রধান সুবিবেচনাপূর্বক তার বসবাসের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন এবং বলবেন যে, যদি তুমি এ সময় অতিক্রম কর, তা হলে তুমি যিম্মীতে পরিণত হবে। যদি সে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্র ছেড়ে চলে না যায়, তা হলে সে যিম্মীরূপে পরিগণিত হবে এবং বৎসর শেষে তার ওপর জিয্ইয়া আরোপিত হবে। যদি রাষ্ট্রপ্রধান তার বসবাসের জন্য কোন সময় নির্ধারণ করে না দেন, তাহলে অধিকাংশ হানাফীর মতে এক বৎসর কাল বসবাসের কারণে সে যিম্মীতে পরিণত হবে। তবে কারো কারো মতে- মুস্তা'মান দীর্ঘ সময় ধরে বসবাস করতে শুরু করলে রাষ্ট্র প্রধান তাকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দেবেন। এর পর যদি সে বৎসর কাল বসবাস করে, তা হলেই তার ওপর জিয্ইয়া আরোপিত হবে। তাঁদের মতানুযায়ী বৎসরের গণনা শুরু হবে রাষ্ট্রপ্রধানের বের হবার নির্দেশ দানের পর থেকেই। যদি রাষ্ট্র প্রধান তাকে বেরিয়ে যাবার কোন নির্দেশ না দেন এবং সেও কয়েক বৎসর ধরে বসবাস করতে থাকে, তা হলে সে যিম্মীতে পরিণত হবে না এবং সে স্বদেশে ফিরে যেতে পারবে।[৩৭]

২. মুসলিম কিংবা যিম্মীর সাথে হারবী মহিলার বিয়ে

কোন হারবী মুস্তা'মানাহ (নিরাপত্তাআশ্রিতা) মহিলা ইসলামী রাষ্ট্রের কোন মুসলিম কিংবা স্থায়ী অমুসলিম নাগরিকের সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হলে সে যিম্মী এবং ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী নাগরিকে পরিণত হবে। কেননা ইসলামী আইনে বসবাসের ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর অনুগামী হয়ে থাকে। এ কারণে সে স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার ঘর থেকে বের হয়ে চলে যেতে পারে না। অতএব ইসলামী রাষ্ট্রের কোন নাগরিকের সাথে তার বিবাহসূত্রে আবদ্ধ

---

৩৭. আবূ ইউসূফ, *কিতাবুল খারাজ*, পৃ. ১৮৯; আল-কাসানী, *বাদা'ই*, খ.৭,পৃ. ১১০; আয-যায়লা'ঈ, *তাবয়ীন..*, খ.৩,পৃ.২৬৮-৯

হওয়া থেকে বুঝা যায় যে, সে ইসলামী রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে সম্মত রয়েছে। এ কারণে সে যিম্মীতে পরিণত হবে।[৩৮] পক্ষান্তরে কোন মুস্তা'মান পুরুষ ইসলামী রাষ্ট্রের কোন অমুসলিম মেয়েকে বিয়ে করলে সে যিম্মীতে পরিণত হবে না। কারণ বসবাসের ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর অনুগামী হয় না। তাই ইসলামী রাষ্ট্রের কোন মহিলার সাথে তার বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়া থেকে বুঝা যাবে না যে, সে ইসলামী রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে সম্মত রয়েছে। এ কারণে ইসলামী রাষ্ট্রের কোন অমুসলিম মহিলাকে বিয়ে করা সত্ত্বেও সে যিম্মীতে পরিণত হবে না।[৩৯]

৩. খারাজী জমি ক্রয় করা

মুস্তা'মান যদি ইসলামী রাষ্ট্রে খারাজী জমি ক্রয় করে চাষাবাদ করে, তা হলে তার ওপর ভূমিকর আরোপিত হবে এবং সে যিম্মীতে পরিণত হবে। কেননা ভূমিকর ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। এমতাবস্থায় মুস্তা'মান ভূমিকর প্রদান করতে রাজি হলে বুঝা যাবে যে, সে ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী নিবাসী হতে সম্মত রয়েছে। এ কারণে সে যিম্মীতে পরিণত হবে। তবে ভূমিকর সংগ্রহের আগেই যদি সে জমি বিক্রি করে দেয়, তা হলে সে যিম্মীতে পরিণত হবে না। কেননা যদি সে খারাজ আদায় করতে ইচ্ছুক হয়, তা হলেই বুঝা যাবে যে, সে ইসলামী রাষ্ট্রে নিবাসী হতে সম্মত রয়েছে; নিরেট জমি ক্রয় থেকে এটা বুঝা যাবে না। তবে কারো কারো মতে তাকে পূর্বে এ মর্মে সতর্ক করতে হবে যে, সে যদি জায়গা বিক্রি করে স্বদেশে ফিরে না যায়, তা হলে সে যিম্মীতে পরিণত হবে। কেননা কাউকে তার স্পষ্ট সম্মতি জ্ঞাপন কিংবা সন্তুষ্টিসূচক কোন আচরণ ছাড়া যিম্মীতে পরিণত করা বিধেয় নয়। তবে কোন অমুসলিম মুসলিমদের থেকে খারাজী জমি বর্গা নিয়ে চাষ করলে সে যিম্মীতে পরিণত হবে না। কেননা খারাজ বর্গাদানকারীর ওপর বর্তাবে, চাষীর ওপর বর্তাবে না। কিন্তু উৎপন্ন ফসলের অংশবিশেষ প্রদানের চুক্তিতে জমি নিয়ে চাষ করলে সে যিম্মীতে পরিণত হবে। কারণ জমির উৎপন্ন থেকে খারাজ গ্রহণ করা হয় আর যার নিকট থেকে খারাজ গ্রহণ করা হবে তার ওপরও জিযইয়ার বিধানও প্রযোজ্য হবে। ফলে সে যিম্মীতে পরিণত হবে।[৪০]

গ. অপরের অনুবর্তন

কোন কোন ক্ষেত্রে অপরের সম্পর্ক ও আত্মীয়তার সূত্র ধরেও ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী নাগরিকত্ব লাভ করা যায়। এ ধরনের অবস্থাগুলো হল-

---

৩৮. হাম্বলীগণের মতে- এ ধরনের মহিলার বিয়ে করার পরে স্বদেশে ফিরে যেতে চাইলে তাকে বাধা দেয়া যাবে না, যদি স্বামী সম্মত থাকে কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। কিন্তু হানাফীগণের মতে- এ ধরনের মহিলাকে স্বদেশে ফিরে যেতে বাধা দেয়া হবে। (আল-বাহুতী, *কাশশাফ..*, খ.৩,পৃ. ১১০; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯,পৃ.২৭০)

৩৯. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.১০,পৃ.৮৪-৫;আল-কাসানী, *বাদা'ই*, খ.৭,পৃ. ১১০; আয-যায়লা'ঈ, *তাবয়ীন..*, খ.৩,পৃ.২৬৯

৪০. আল-কাসানী, *বাদা'ই*, খ.৭,পৃ. ১১০; আয-যায়লা'ঈ, *তাবয়ীন..*, খ.৩,পৃ.২৬৯

১. ছোট ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী

পিতা বা মাতা ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী নাগরিক হলে তাদের সন্তান-সন্ততি তাদের অনুবর্তী হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী নাগরিক হবে। কেননা ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে পিতামাতার অনুবর্তী হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে ছেলেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাদের থেকে জিয্‌ইয়া গ্রহণ করা হবে। এ জন্য তাদের সাথে নতুনভাবে চুক্তি করার প্রয়োজন পড়বে না।[৪১]

সন্তান-সন্ততির মত অমুসলিম স্ত্রীও স্বামীর অনুবর্তী হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকে পরিণত হবে, যদি স্বামী মুসলিম কিংবা যিম্মী হয়। অতএব যদি স্বামী-স্ত্রী দু জন হারবী নিরাপত্তা নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবেশ করে কিংবা দু জন অমুসলিম নর-নারী নিরাপত্তা নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবেশ করে এবং পরস্পর বিয়ে করে, অতঃপর পুরুষ যিম্মীতে পরিণত হয়, তা হলেও স্বামীর অনুবর্তী হিসেবে স্ত্রীও যিম্মীতে পরিণত হবে। অনুরূপভাবে কোন হারবী মহিলা নিরাপত্তা নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবেশ করে কোন যিম্মীকে বিয়ে করলে সেও স্বামীর অনুবর্তী হিসেবে যিম্মীতে পরিণত হবে।[৪২]

২. ছিন্নমূল শিশু

ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম জনপদের অভ্যন্তরে কিংবা তাদের উপাসনালয়ের মধ্যে কোন ছিন্নমূল শিশু পাওয়া গেলে যিম্মীদের অনুবর্তী হিসেবে তাকেও যিম্মী রূপে পরিগণিত করা হবে।[৪৩]

ঘ.বিজিত এলাকায় অস্ত্র সংবরণ

যে সব অমুসলিম শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করেছে এবং মুসলিম বাহিনী যখন তাদের সকল প্রতিরোধ ভেঙ্গে তাদের আবাসিক এলাকায় প্রবেশ করেছে, কেবল তখনই অস্ত্রসংবরণ করেছে, এ ধরনের বিজিতদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হলে তারাও ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকে পরিণত হবে। রাষ্ট্র তাদের নিকট থেকে জিয্‌ইয়া গ্রহণ করা মাত্রই তারা যিম্মী রূপে পরিগণিত হবে এবং রাষ্ট্রের সকল নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করবে। এরপর রাষ্ট্রের কিংবা কোন সাধারণ মুসলিমের এ অধিকার থাকবে না যে, তাদের সম্পত্তি দখল করবে বা তাদেরকে দাস-দাসী বানাবে। হযরত 'উমার (রা) হযরত আবূ 'উবায়দাহ (রা)কে নির্দেশ দেন, -"যখন তুমি তাদের নিকট থেকে জিয্‌ইয়া গ্রহণ করবে, তখন তোমার আর তাদের ওপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবে না।"[৪৪]

---

৪১. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯ পৃ.২৭১
৪২. আল-কাসানী, *বাদা'ই*, খ.৭,পৃ. ১১০; আয-যায়লা'ঈ, *তাবয়ীন..*, খ.৩,পৃ.২৭০
৪৩. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ,১০,পৃ. ২১৫;ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৬,পৃ.১১৪
৪৪. আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, পৃ. ৮২; ইবনুল কাইয়্যিম, *আহকামু আহলিয যিম্মাহ*, খ.১,পৃ.১০৫

অমুসলিম নাগরিকদের অধিকারসমূহ ঃ

অমুসলিমরা ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক। ইসলামী রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও আনুগত্য মেনে নেয়ার পর তাদের মৌলিক নাগরিক অধিকারসমূহ সুনিশ্চিত করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য। তারা জান-মাল-'ইযযত-আব্রুর নিরাপত্তা লাভ করবে, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবে ও ধর্ম-কর্ম পালন করবে। তদুপরি ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিকরা যে সব নাগরিক অধিকার ভোগ করে অমুসলিমরাও একই রূপ নাগরিক অধিকার (সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) ভোগ করবে। ইসলামী আইনতত্ত্ববিদগণের ভাষায় ، إِنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَي الْمُسْلِمِيْنَ . - "মুসলিমদের জন্য (রাষ্ট্রে)যে রূপ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, তাদের জন্যও ঠিক একই রূপ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা থাকবে। উপরন্তু, মুসলিমরা যে রূপ শাস্তি ও দণ্ডের সম্মুখীন হবে, তারাও অনুরূপ শাস্তি ও দণ্ডের সম্মুখীন হবে।"[৪৫] দুনিয়ার কোন ব্যবস্থায় এ জাতীয় সমানাধিকারের কোন বাস্তব নজীর নেই। মুসলিমদের সিরিয়া বিজয়ের পনের বছর পর একজন নাস্তুরী পাদ্রী মন্তব্য করেছেন, "এই আরব জাতি, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা রাজ্য প্রদান করেছেন, যারা আমাদের মালিক হয়ে গেছেন, তারা কখনো খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি বিরূপ আচরণ করেননি; বরং আমাদের ধর্মের হিফাযত করেছেন, আমাদের পাদ্রী ও মহাপুরুষগণের সম্মান করেন এবং আমাদের গীর্জা ও উপাসনালয়ের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন।"[৪৬] নিম্নে তাদের অধিকারসমূহ উল্লেখ করা হল ঃ

১. জান-মাল-'ইয্‌যাত-আব্রুর নিরাপত্তা

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমের জান-মাল-'ইয্‌যাত-আব্রু মুসলিমের জান-মাল ও 'ইয্‌যাত-আব্রুর মতোই পবিত্র। অন্যায়ভাবে কোন অমুসলিমের জান কিংবা মাল অথবা 'ইয্‌যাতের ওপর আঘাত হানা নিষিদ্ধ।[৪৭] কোন মুসলিম যদি কোন অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে, কিংবা তার সম্পদ নষ্ট করে অথবা তার 'ইযযাতের ওপর হস্তক্ষেপ করে, তা হলে একজন মুসলিমের সাথে এরূপ আচরণ করা হলে তার যে ধরনের শাস্তি ও দণ্ড হতো, তাকে ঠিক তেমনি শাস্তি ও দণ্ড দেয়া হবে। অতএব কোন মুসলিম যদি কোন অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে, তা হলে একজন মুসলিম নাগরিককে হত্যা করলে যেমন তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হত ঠিক তেমনি মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।

হযরত 'আলী (রা)-এর আমলে জনৈক মুসলিম একজন অমুসলিমের হত্যার দায়ে গ্রেফতার হয়। যথারীতি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর তিনি মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেন। এ সময় নিহত ব্যক্তির ভাই এসে বললো, "আমি ক্ষমা করে দিয়েছি।" কিন্তু তিনি সন্তুষ্ট না

---

৪৫. আল-কাসানী, *বাদা'ই*, খ.৭,পৃ. ২৮৮; আন-নাবাবী, *আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব*, খ.১১,পৃ.৩০৬

৪৬. হাবীবুল্লাহ, ড. *হুযূরে আকরাম কী সিয়াসী যিন্দেগী*, পৃ. ২৮১

৪৭. আল-মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, পৃ. ১৮৩

হয়ে বললেন, "ওরা বোধ হয় তোমাকে ভয় দেখিয়েছে।" সে বললো, "না, আমি রক্তপণ পেয়েছি এবং আমি বুঝতে পেরেছি যে, ওকে হত্যা করলে আমার ভাই ফিরে আসবে না।" তখন তিনি খুনীকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, إِنَّمَا قَبِلُوْا الْجِزْيَةَ لِتَكُوْنَ أَمْوَالُهُمْ كَأَمْوَالِنَا ، وَدِمَائُهُمْ كَدِمَائِنَا. - "তারা জিয্ইয়া দিতে সম্মত হয়েছে এ শর্তে যে, তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন আমাদের ধন-সম্পদ ও জীবনের মতোই সমমর্যাদা সম্পন্ন হবে।"[৪৮]

অনুরূপভাবে কোন অমুসলিম নাগরিক কোন মুসলিমের হাতে ভুলক্রমে নিহত হলে তাকেও অবিকল সেই রক্তপণ দিতে হবে, যা কোন মুসলিমের নিহত হবার ক্ষেত্রে দিতে হয়।

জান-মালের মতো তাদের 'ইয্যাত-আব্রুও মুসলিমদের 'ইয্যাত-আব্রুর মতই মর্যাদাসম্পন্ন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

مَنْ قَذَفَ ذِمِّيًا حُدَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسِيَاطٍ مِنْ نَارٍ.

"যে ব্যক্তি কোন অমুসলিমকে যিনার অপবাদ দেবে কিয়ামাতের দিন তাকে আগুনের বেত দ্বারা প্রহার করা হবে।"[৪৯] কোন মুসলিমকে যেমন মারধর করা, কষ্ট দেয়া, গালি দেয়া, বদনাম করা জায়িয নয়; তেমনি এ সব কাজ অমুসলিমদের ক্ষেত্রেও না জায়িয। ইবনু 'আবিদীন বলেন,

تَحْرُمُ غِيْبَتُهُ كَالْمُسْلِمِ لِأَنَّهُ بِعَقْدِ الذِّمَّةِ وَجَبَ لَهُ مَا لَنَا ، فَإِذَا حَرُمَتْ غِيْبَةُ الْمُسْلِمِ حَرُمَتْ غِيْبَتُهُ ؛ بَلْ قَالُوْا : إِنَّ ظُلْمَ الذِّمِّي أَشَدُّ.

"তার গীবত করা মুসলিমের গীবত করার মতোই হারাম। কেননা চুক্তি করার কারণে আমাদের অনুরূপ সকল অধিকার তার বেলায়ও কার্যকর হবে। অতএব মুসলিমের গীবত করা হারাম হলে তার গীবত করাও হারাম হবে। অধিকন্তু ইমামগণ বলেছেন যে, অমুসলিমের প্রতি অবিচার করা অধিকতর জঘন্য।"[৫০]

২. স্বাধীনভাবে বসবাস, চলাফেরা ও বিচরণের অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমরা স্বাধীনভাবে দেশের যে কোন স্থানে, এমন কি মুসলিম জনপদেও মিলেমিশে বসবাস করতে পারবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজ-কারবার ও চাকুরী প্রভৃতির প্রয়োজনে রাষ্ট্রের যে কোন স্থানে মুক্তভাবে বিচরণ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে কোন রূপ বাধা সৃষ্টি করা যাবে না। তবে পবিত্র মক্কা ও মদীনা

---

৪৮. আল-কাসানী, *বাদা'ই*, খ.৭,পৃ. ১১১; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯,পৃ.২৮৯
৪৯. তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা.নং: ১৭৬০১
৫০. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.৪,পৃ. ৩৫১

নগরীতে তাদেরকে প্রবেশ, চলাফেরা ও বসবাস করতে দেয়া জায়িয নয়।[৫১] আরব দেশের অন্যান্য ভূখণ্ডে অমুসলিমদেরকে বসবাস ও বিচরণের অধিকার দেয়া যাবে কি না- তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ - "আরব জাযীরায়[৫২] দুটি ধর্ম একত্রে থাকতে পারবে না।"[৫৩] অন্তিম মুহূর্তে তিনি চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়ে বলেন, أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ. - "মুশরিকদেরকে তোমরা 'আরব জাযীরা থেকে বের করে দেবে।"[৫৪] এ হাদীসগুলোর প্রেক্ষিতে ইমামগণ বলেছেন, কোন অমুসলিমকে আরব ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ দেয়া যাবে না। তবে তারা যে কোন প্রয়োজনে সেখানে সরকারের অনুমতি কিংবা সম্মতিক্রমে প্রবেশ করতে পারবে, চলাফেরা করতে পারবে এবং সাময়িকভাবে অবস্থানও করতে পারবে।[৫৫]

উল্লেখ্য যে, 'আরব ভূখণ্ডে অমুসলিমদের প্রবেশ, বিচরণ ও বসবাসের ওপর বিশেষ বিধি-নিষেধের ব্যাপারে কারো কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। আসল কথা হল- 'আরব ভূখণ্ডটি ইসলামের সংরক্ষিত অঞ্চল। এখানে কেবল তারাই সাধারণভাবে প্রবেশ ও বসবাস করতে পারবে, যারা দীন ইসলামে বিশ্বাস করে। যেমন প্রত্যেক দেশেই কিছু সংরক্ষিত এলাকা থাকে, যেখানে সে দেশের সাধারণ নাগরিকও প্রবেশ করতে পারে না। দেশের সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশাধিকারের বিধি-নিষেধের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন যেমন অবান্তর ও অযৌক্তিক, ঠিক তেমনিভাবে 'আরব ভূখণ্ডে অমুসলিমদের প্রবেশ ও বসবাস করার ওপর যে বিধি-নিষেধ আছে, সে বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করাও নিতান্তই অবান্তর ও অযৌক্তিক।

৩. ধর্ম-কর্ম পালনের স্বাধীনতা

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমরা নিজেদের এলাকা ও পরিমণ্ডলে স্বাধীনভাবে স্ব স্ব ধর্ম-কর্ম

---

৫১. এটা অধিকাংশ ইমামের অভিমত। হানাফীগণের মতে- মক্কা নগরীতে অমুসলিমরা সরকারের অনুমতিক্রমে কিংবা সমঝোতার ভিত্তিতে প্রবেশ করতে পারবে। আর মাদীনা শারীফে ব্যবসা-বাণিজ্য, আসবাবপত্র বহন, সংবাদ দান বা গ্রহণ প্রভৃতি যে কোন প্রয়োজনে অমুসলিমদেরকে প্রবেশ করতে বাধা দেয়া যাবে না।

৫২. হাদীসে 'আরব জাযীরা' দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে- তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। শাফি'ঈ ও হাম্বালী ইমামগণের মতে- এখানে 'আরব জাযীরা' দ্বারা কেবল হিজাজ অর্থাৎ মক্কা ও মাদীনা এবং এতদুভয়ের সংলগ্ন অঞ্চলগুলোকে বুঝানো হয়েছে। তবে মালিকী ও হানাফীগণের মতে- কেবল হিজাযই নয়; বরং পুরো 'আরব ভূখণ্ডই জাযীরাতুল 'আরবের মধ্যে শামিল হবে। তাঁদের মতানুসারে জাযীরাতুল 'আরবের মধ্যে নাজদ, ইয়ামান, তিহামাহ ও 'আরূদ (ইয়ামামা থেকে বাহরাইন)প্রভৃতি দেশও অন্তর্ভুক্ত হবে। (ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার,* খ.৪,পৃ.৩৯২; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী,* খ.৯,পৃ.২৮৫-৬)

৫৩. ইমাম মালিক, *আল-মু'ওয়াত্তা,* হা.নং: ১৩৮৮; আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা',* হা.নং:

৫৪. আল-বুখারী, *আস-সাহীহ,* হা.নং: ২৮২৫, ২৯৩২,৪০৭৮; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* হা.নং: ৩০৮৯

৫৫. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার,* খ.৪,পৃ.৩৯২; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী,* খ.৯,পৃ.২৮৫-৬

প্রকাশ্যে ঢাকঢোল পিটিয়ে পালন করতে পারবে। তবে 'একান্ত মুসলিম জনপদে'র[৫৬] অভ্যন্তরে প্রকাশ্যে ধর্ম-কর্ম পালন করতে দেয়া থেকে তাদেরকে বাধা দেয়া অসঙ্গত নয়। ইসলামী রাষ্ট্র প্রয়োজন মনে করলে এ ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করতে পারবে। মুসলিম জনপদগুলোতে তাদেরকে কেবল ক্রুশ ও প্রতিমাবাহী শোভাযাত্রা বের করতে এবং প্রকাশ্যে ঢাকঢোল বাজাতে বাজাতে বের হতে নিষেধ করা হবে। তবে মুসলিম জনপদের অভ্যন্তরে অমুসলিমদের প্রাচীন উপাসনালয় থাকলে তার অভ্যন্তরে তারা সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে। ইসলামী সরকার তাতে কোন রূপ হস্তক্ষেপ করবে না।[৫৭] হযরত উসামাহ (রা)-এর নেতৃত্বে সিরিয়া অভিমুখে অভিযান প্রেরণের সময় তাঁর প্রতি হযরত আবূ বাকর (রা)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ হিদায়াত এই ছিল যে,

وَسَوْفَ تَمُرُّوْنَ بِأَقْوَامٍ قَدْ فَرَغُوْا أَنْفُسَهُمْ فِيْ الصَّوَامِعِ فَدَعُوْهُمْ وَمَا فَرَغُوْا أَنْفُسَهُمْ.

"যাত্রাপথে তোমাদের সাথে এ রূপ অনেক লোকের সাক্ষাতও হবে, যারা তাদের জীবনকে উপাসনালয়ের মধ্যে উৎসর্গ করে দিয়েছে। তাদেরকে তোমরা তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেবে।"[৫৮]

অমুসলিমদেরকে তাদের বিবেকের বিরুদ্ধে কোন চিন্তা অবলম্বনে বাধ্য করা যাবে না। দেশের প্রচলিত আইনের বিরোধী নয় এমন যে কোন কাজ তারা আপন বিবেকের দাবি অনুসারে করতে পারবে। এ কারণে অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য কোন রূপ চাপ সৃষ্টি করা বিধেয় নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ. - "দীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই।"[৫৯] অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে উদ্দেশ্য করে বলেন, أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ - "তুমি কি লোকদেকে মু'মিন হবার জন্য বাধ্য করবে?"[৬০] অর্থাৎ জোর করে কাউকে মু'মিন বানানো তোমার কাজ নয়। লোকদের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়াই হল তোমার একান্ত দায়িত্ব। তবে তাদের কেউ ইসলামের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তা ভিন্ন কথা। এ কারণে কোন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করার পর যদি তা ত্যাগ করে এবং প্রমাণিত হয় যে, সে একান্ত চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তা হলে তার বেলায় মুরতাদের হুকম প্রযোজ্য হবে না।

মুসলিমরা যে সব কাজকে পাপ ও অপরাধ মনে করে, অমুসলিমরা এ ধরনের কোন

---

৫৬. একান্ত মুসলিম জনপদ বলতে সে সব অঞ্চলকে বুঝানো হয়, যে সব এলাকার ভূসম্পত্তি মুসলিমদের মালিকানাভুক্ত এবং সে সব এলাকাকে মুসলিমরা ইসলামী অনুষ্ঠানাদি উদযাপনের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে।

৫৭. আল-কাসানী, *বাদা'ই*, খ.৭,পৃ.১১৩

৫৮. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৬৩

৫৯. আল-কুর'আন, ২ (সূরাতুল বাকারাহ): ২৫৬

৬০. আল-কুর'আন, ১০ (সূরা ইউনূস): ৯৯

কাজকে বৈধ রূপে জানলে (যেমন- মদ সেবন, শূকর পালন, ক্রয়-বিক্রয় ও তার গোস্ত ভক্ষণ, ক্রুশ বহন ও শঙ্খ ধ্বনি বাজানো এবং রামাদানের দিনে পানাহার প্রভৃতি) তা করতে তাদেরকে বাধা দেয়া যাবে না, যদি না তারা তা প্রকাশ্যে মুসলিমদের মধ্যে সম্পাদন করে।[৬১]

অমুসলিমরা তাদের জনপদের মধ্যে পুরাতন উপাসনালয়গুলোর সংরক্ষণ ও সংস্কারের পাশাপাশি নতুন উপাসনালয়ও তৈরি করতে পারবে। 'একান্ত মুসলিম জনপদে'র অভ্যন্তরে নতুনভাবে অমুসলিমদের উপাসনালয় তৈরি করতে দেয়া যাবে না। তবে সেখানে তাদের প্রাচীন উপাসনালয় থাকলে, তাতে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। যদি তা ভেঙ্গে যায়, একই জায়গায় তা পুনঃনির্মাণের অধিকার তাদের রয়েছে।[৬২] 'একান্ত মুসলিম জনপদ' নয়- এ ধরনের এলাকায় অমুসলিমরা নতুন উপাসনালয় তৈরি করতে পারবে। অনুরূপভাবে যে এলাকা বর্তমানে 'একান্ত মুসলিম জনপদ' নয়, সরকার যেখানে জুমু'আ, 'ঈদ ও ফৌজদারী দণ্ডবিধির প্রচলন বন্ধ করে দিয়েছে, সেখানেও অমুসলিমরা নতুন উপাসনালয় তৈরি এবং প্রকাশ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে।

মুসলিমদের হাতে যে সব নগরীর পত্তন হয়েছে (যেমন- বাগদাদ, কূফা, বসরা, ওয়াসিত প্রভৃতি), সেখানে অমুসলিমদেরকে নতুনভাবে কোন উপাসনালয় তৈরির অনুমতি দেয়া হবে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, لَا تُبْنَى كَنِيْسَةٌ فِيْ دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَلَا يُجَدَّدُ مَا خَرِبَ مِنْهَا. - "ইসলামী ভূখণ্ডে কোন গীর্জা না নির্মাণ করা যাবে, না কোন জীর্ণ গীর্জার সংস্কার করা যাবে।"[৬৩] অধিকন্তু, এ ধরনের নগরীতে অমুসলিমদেরকে মদ সেবন ও শূকরের ক্রয়-বিক্রয় করা থেকেও বারণ করা হবে।[৬৪] ইবনু 'আব্বাস (রা) বলেন, "যে সব জনপদকে মুসলিমরা বাসযোগ্য বানিয়েছে, সেখানে অমুসলিমদের নতুন মন্দির, গীর্জা ও উপাসনালয় বানানো, বাদ্য বাজানো এবং প্রকাশ্যে শূকরের গোস্ত ও মদ বিক্রি করার অধিকার নেই। তবে অনারবদের হাতে আবাদকৃত, পরে মুসলিমদের হাতে বিজিত এবং মুসলিমদের বশ্যতা স্বীকারকারী জনপদে অমুসলিমদের অধিকার তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুসারে নির্ধারিত হবে। মুসলিমরা তা মেনে চলতে বাধ্য হবে।"[৬৫]

যুদ্ধের মাধ্যমে হস্তগত অমুসলিম জনপদের উপাসনালয় দখল করার অধিকার ইসলামী সরকারের রয়েছে। তবে সৌজন্যবশত এ অধিকার ভোগ করা থেকে বিরত থাকা এবং উপাসনালয়গুলোকে যে অবস্থায় রয়েছে সে অবস্থায় বহাল রাখা উত্তম। বিশিষ্ট ফাকীহ আল-কাসানী বলেন, "প্রাচীন উপাসনালয়গুলোকে ধ্বংস করা কোন অবস্থায়ই বৈধ

---

৬১. আল-কাসানী, *বাদা'ই*, খ.৭,পৃ.১১৩
৬২. আল-কাসানী, *বাদা'ই*, খ.৭,পৃ.১১৪
৬৩. ইবনু হাজার 'আসকালানী, *আদ-দিরায়াহ..*, হা.নংঃ ৭৪১; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯,পৃ.২৮৫
৬৪. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯,পৃ.২৮৩
৬৫. মাওদূদী, *ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান*, পৃ. ৩৯৫

নয়।"[৬৬] হযরত 'উমার (রা)-এর আমলে যত দেশ বিজিত হয়েছে তার কোথাও কোন উপাসনালয় ভেঙ্গে ফেলা হয়নি বা তাতে কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করা হয়নি। হযরত আবূ বাকর (রা)-এর আমলে হীরাবাসীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রে এ কথাও লেখা হয়েছিল যে, "তাদের খানকাহ ও গির্জাগুলো ধ্বংস করা হবে না। প্রয়োজনের সময় শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে সব ইমারতে তারা আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে সেগুলোও নষ্ট করা হবে না। নাকুশ ও ঘন্টা বাজাতে নিষেধ করা হবে না। আর উৎসবের সময় ক্রুশ বের করার ওপরও কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করা হবে না।"[৬৭] হযরত 'উমার ইবনু 'আবদিল 'আযীয (রহ.) আঞ্চলিক গভর্ণরদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দান করেছিলেন যে,.أَلَّا يَهْدِمُوْا بِيْعَةً وَلَا كَنِيْسَةً وَلَا بَيْتَ نَارٍ - "তারা যেন কোন উপাসনালয়, গীর্জা ও অগ্নিকুণ্ড ধ্বংস না করে।"[৬৮]

৪. জীবিকা উপার্জন ও চাকুরীর অধিকার

জীবিকা উপার্জনের জন্য অমুসলিমরা তাদের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী স্বাধীনভাবে যে কোন কর্ম ও পেশা অবলম্বন করতে পারবে। তাদেরকে তাদের বিবেকের বিরুদ্ধে কোন কর্ম ও পেশা অবলম্বনে বাধ্য করা যাবে না। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারিগরি, কৃষি ও চাকুরী প্রভৃতির দ্বার তাদের সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এ সব ক্ষেত্রে মুসলিমরা যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে, অমুসলিমরাও তা ভোগ করবে। তাদের মধ্যে কোন রূপ বৈষম্য সৃষ্টি করা চলবে না। চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের যোগ্যতার মাপকাঠি হবে একটিই এবং লোকদেরকে ধর্মীয় পরিচয়ে নয়, একমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতেই নির্বাচন করা হবে।[৬৯] মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবকে

---

৬৬. আল-কাসানী, *বাদা'ই*, খ.৭,পৃ.১১৪

৬৭. আবূ ইউসূফ, *কিতাবুল খারাজ*, পৃ.১৪৪

৬৮. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.৭,পৃ. ১২৯

৬৯. স্বজনপ্রীতি, কিংবা দলীয় বা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ চিন্তাকে মাথায় এনে রাষ্ট্রের কোন পদে কাউকে নিয়োগ দেয়া ইসলামে মহাপাপ। হযরত আবূ বাকর (রা) হযরত ইয়াযীদ ইবনু আবী সুফ্‌ইয়ান (রা) কে আমীর নিয়োগ করে সিরিয়ায় প্রেরণের সময় ইরশাদ করেন,

يَا يَزِيدُ إِنَّ لَكَ قَرَابَةً عَسَيْتَ أَنْ تُؤْثِرَهُمْ بِالْإِمَارَةِ وَذَلِكَ أَكْبَرُ مَا أَخَافُ عَلَيْكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَحَدًا مُحَابَاةً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا حَتَّى يُدْخِلَهُ جَهَنَّمَ

"হে ইয়াযীদ, তোমার আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। আমি তোমার দিক থেকে এটা সর্বাধিক আশঙ্কা করছি যে, তুমি বিভিন্ন পদে নিয়োগের ব্যাপারে তাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করবে। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে, কোন ব্যক্তি মুসলিমদের কোন কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে যদি আত্মীয়তার কারণে কাউকে কোন কাজে তাদের কর্তা নিয়োগ করে, তা হলে তার ওপর আল্লাহর লা'নত পতিত হবে এবং আল্লাহ তা'আলা তার কোন ধরনের ফারয ও নাফল 'ইবাদাত (অথবা তার কোন তাওবা বা বিনিময়) গ্রহণ করবেন না, যে যাবত না তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন।" (আহমাদ, *আল-মুসনাদ* [মুসনাদু আবী বাকর রা.], হা.নং: ২১; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, [কিতাবুল আহকাম], হা.নং: ৭১২৪)

যখন রাষ্ট্রীয় উচ্চপদে অমুসলিমদের নিয়োগ দানের বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তখন তার জবাবে তিনি বলেছিলেন, "যোগ্য ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত স্থানে নিয়োগ দেয়াই হল ইসলামী শারী'আহর নীতিমালার দাবী।"[৭০] তাঁর ৫০ বছরের শাসনামলে বহু হিন্দু-অমুসলিম প্রশাসনের উচ্চপদে নিয়োজিত ছিল। যেমন জশবন্ত সিং, রাজা রাজরূপ, কবির সিং, অর্ঘ্যনাথ সিং, প্রেমদেব সিং, দিলীপ রায় ও রসিক লাল প্রমুখ। স্যার মার্ক সাইস খালীফা হারূনুর রাশীদের শাসনামলের কথা লেখেন এভাবে- "খ্রিস্টান, পৌত্তলিক, ইয়াহূদী ও মুসলিমরা ইসলামী সরকারের কর্মচারী হিসেবে সমান অধিকার নিয়ে কর্মরত ছিলেন।"[৭১]

তবে রাষ্ট্রের আদর্শ ও নিরাপত্তাগত প্রয়োজনে যে সব দায়িত্ব পালনের জন্য মুসলিম হবার শর্ত রয়েছে (যেমন- রাষ্ট্রপ্রধান, সেনাধ্যক্ষ, মুসলিম আদালতের কাযী প্রভৃতি), সে সব ক্ষেত্রে অমুসলিমদেরকে নিয়োগ দেয়া যাবে না। এগুলো ছাড়া বাদবাকী সমগ্র প্রশাসনের বড় বড় সকল পদে (যেমন- মহা হিসাব রক্ষক, প্রধান হিসাব নিরীক্ষক, মহাপ্রকৌশলী ও পোষ্ট মাস্টার জেনারেল প্রভৃতি), এমনকি নির্বাহী ক্ষমতাসম্পন্ন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়েও যোগ্যতা সাপেক্ষে অমুসলিমদেরকে নিয়োগ দেয়া যাবে । অনুরূপভাবে সেনাবাহিনীতেও কেবল প্রত্যক্ষ যুদ্ধ সংক্রান্ত দায়িত্বে তাদেরকে নিয়োগ দেয়া যাবে না। তবে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয়- সামরিক বিভাগের এমন সব দায়িত্বে তাদেরকে নিয়োগ দিতে কোন বাধা নেই।[৭২]

উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রপ্রধান, সেনাধ্যক্ষ, বিচারপতি ও এ ধরনের অন্য যে সব শীর্ষ পদে আসীন হয়ে সরকারের নীতি নির্ধারণে অংশীদার হওয়া যায়, সে সব পদে কোন অমুসলিম সমাসীন হতে পারবে না- এর কারণ কোন সংকীর্ণতা বা জাতি বিদ্বেষ নয়; বরং এর যথার্থ কারণ হল, ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র। তাই এ রাষ্ট্রে এ সব পদে এমন ব্যক্তিরাই অধিষ্ঠিত হতে পারবে, যারা এ আদর্শের মূল স্পিরিট ভালোভাবে অনুধাবন করে এবং একে বিশুদ্ধ ও সত্য বলে মানে। এ সব লোক থেকেই এ আশা করা যেতে পারে যে, তারা পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে নিজেদের দীনী ও ঈমানী দায়িত্ব মনে করে এ রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজ পরিচালনা করবে। অপরদিকে ইসলামী রাষ্ট্র যেহেতু নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, তাই রাষ্ট্রের কোন অমুসলিম নাগরিক নিছক জীবিকা ও পদমর্যাদা লাভের খাতিরে এ ব্যবস্থার পরিচালনা ও উৎকর্ষ সাধনের কাজে আত্মনিয়োগ করবে, ইসলাম তা পছন্দ করে না। কেননা যারা ইসলামের আদর্শে বিশ্বাসী নয়, তাদেরকে যদি রাষ্ট্রের উপর্যুক্ত শীর্ষ পদসমূহে আসীনও করা হয়, তবে তারা এ আদর্শের স্পিরিট অনুধাবন করতে সক্ষম হবে না এবং সে

---

৭০. নাজির, শেখ মোহাম্মদ শোয়েব, ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিক, *সেমিনার স্মারক গ্রন্থ ২০০৮*, বি.আই.সি, ঢাকা, পৃ.২০১

৭১. *প্রাগুক্ত*, পৃ.২১১

৭২. আল-মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, পৃ. ৪৪; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.৭,পৃ. ১৩১

অনুযায়ী কাজ করতেও পারবে না। আর এ আদর্শের জন্য তাদের সে রূপ আন্তরিকতাও সৃষ্টি হবে না, যার ওপর রাষ্ট্রীয় অট্টালিকার ভিত প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

৫. অর্থনৈতিক কারবার পরিচালনার অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমরা অর্থনৈতিক কারবার পরিচালনার ক্ষেত্রে মুসলিমদের মতো একই রূপ সুবিধা লাভ করবে। তারা ব্যবসার পাশাপাশি ইজারাহ (leasing), মুযারা'আহ (crop-sharing), মুদারাবাহ (propit & loss sharing)[৭৩] ও মুশারাকাহ (co-ownership)[৭৪] প্রভৃতি পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক লেনদেন ও কারবার করতে পারবে। তবে এ সব কারবার ও লেনদেনের ক্ষেত্রে (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া যেমন- মদ ও শূকরের ব্যবসা) তাদেরকে ইসলামী বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে। সূদ ও জুয়া এবং জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর খারাপ প্রভাব সৃষ্টি করে- এ ধরনের ইসলামে নিষিদ্ধ যে কোন পন্থায় অর্থনৈতিক লেনদেন করতে পারবে না।[৭৫]

৬. জমির মালিকানা ও ব্যবহারের অধিকার

অমুসলিমরা ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকে পরিণত হয়ে যাওয়ার পর তারা তাদের জমির মালিক হবে। ইসলামী রাষ্ট্র তাদেরকে বেদখল করতে পারবে না। তদুপরি তারা নতুন জমিও ক্রয় করতে পারবে। তাদের জমির মালিকানা উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরিত হবে এবং তারা নিজেদের সম্পত্তি বেচা, কেনা, দান করা ও বন্ধক রাখা ইত্যাদির নিরঙ্কুশ অধিকারী হবে।[৭৬]

৭. পারিবারিক আইনে বিচারের অধিকার

অমুসলিমদের পারিবারিক কর্মকাণ্ড তাদের নিজস্ব পারিবারিক আইন (personal law) অনুযায়ী পরিচালিত হবে। এ ক্ষেত্রে তাদের ওপর ইসলামী বিধি-বিধান কার্যকর করা হবে না। মুসলিমদের পারিবারিক জীবনে যে সব বিষয় অবৈধ, সে সব যদি তাদের ধর্মীয় ও জাতীয় আইনে বৈধ হয়, তা হলে আদালত তাদের আইন অনুসারেই ফায়সালা করবে। উদাহরণ স্বরূপ সাক্ষী ছাড়া বিয়ে, মাহর (কনেপণ) ব্যতীত বিয়ে, 'ইদ্দাতের[৭৭] মধ্যে পুনরায় বিয়ে অথবা ইসলামে যাদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ তাদের সাথে বিয়ে প্রভৃতি

---

৭৩. মুদারাবাহ ঃ এক ধরনের অংশীদারিত্ব মূলক ব্যবসা, যেখানে একজন বা একপক্ষ (সাহিবুল মাল) মূলধন সরবরাহ করে এবং অপরপক্ষ ব্যবসায় অভিজ্ঞতা ও শ্রম নিয়োগ করে। দ্বিতীয় পক্ষকে 'মুদারিব' (ব্যবস্থাপক) বলা হয়। এ ধরনের ব্যবসায় যে মুনাফা উপার্জিত হয় তা দু পক্ষের মধ্যে পূর্বসম্মত হারে ভাগ হয়।

৭৪. মুশারাকাহ ঃ এক ধরনের অংশীদারী কারবার, যেখানে প্রত্যেক অংশীদার প্রকল্পের মূলধন ও ব্যবস্থাপনায় সমান কিংবা বিভিন্ন মাত্রায় অংশ নেয়। এ ধরনের কারবারে মুনাফা অংশীদারদের মধ্যে পূর্ব স্বীকৃত অনুপাত অনুসারে বন্টিত হয়।

৭৫. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.১০,পৃ. ৮৪; আল-কাসানী, *বাদা'ই*, খ.৪,পৃ.১৭৬

৭৬. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৪,পৃ. ৩৫৯

৭৭. 'ইদ্দাত ঃ বিধবা হওয়ার বা তালাক পাওয়ার পরে যে নির্দিষ্ট সময় পার না হলে স্ত্রীলোকদের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ।

যদি তাদের আইনে বৈধ হয়ে থাকে, তা হলে তাদের জন্য এ সব কাজ বৈধ বলে মেনে নেয়া হবে।

তবে কোন ক্ষেত্রে যদি বিবদমান উভয় পক্ষ স্বয়ং ইসলামী আদালতে আবেদন জানায় যে, ইসলামী আইন মুতাবিক তাদের বিবাদের ফায়সালা করা হোক, তবেই আদালত তাদের ওপর শারী'আতের বিধান কার্যকর করবে। তা ছাড়া পারিবারিক আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন বিবাদে যদি এক পক্ষ মুসলিম হয়, তা হলে ইসলামী আইন অনুযায়ী ফায়সালা করা হবে। যেমন কোন খ্রিস্টান মহিলার স্বামী যদি মুসলিম হয় এবং সে মারা যায়, তা হলে এ মহিলাকে ইসলামী আইন অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যুজনিত 'ইদ্দাত পুরোপুরি পালন করতে হবে। 'ইদ্দাতের মধ্যে বিয়ে করলে সে বিয়ে বাতিল হবে।[৭৮]

৮. ভোটাধিকার

ইসলামী রাষ্ট্রের স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে অমুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব ও ভোট দানের পূর্ণ অধিকার দেয়া যেতে পারে। আইন সভায় নিজেদের নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচনেও তারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে।

৯. বাকস্বাধীনতা

ইসলামী রাষ্ট্রে একজন মুসলিম যেমন বাকস্বাধীনতা, লেখার স্বাধীনতা, নিজের মত প্রকাশ ও প্রচারের স্বাধীনতা ভোগ করে, তেমনি অমুসলিমরাও ঠিক একই রূপ স্বাধীনতা ভোগ করবে। এ ক্ষেত্রে যে সব আইনগত বিধিনিষেধ মুসলিমের ওপর থাকবে, তা তাদের ওপরও থাকবে। আইন সঙ্গতভাবে তারা সরকার, আমলা ব্যবস্থা এবং স্বয়ং রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানেরও সমালোচনা করতে পারবে। ধর্মীয় আলোচনা ও গবেষণার যে স্বাধীনতা মুসলিমদের জন্য রয়েছে, তা আইন সঙ্গতভাবে তাদেরও থাকবে।[৭৯]

তারা নিজেদের ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং একজন অমুসলিম যে কোন ধর্ম গ্রহণ করলে তাতে সরকারের কোন আপত্তি থাকবে না। মাদীনা রাষ্ট্রে যে সব মূর্তিপুজারী ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিল, কিংবা যারা ইয়াহুদী ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল, বা খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিল অথবা যে সব অগ্নিউপাসক ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তাদের কাউকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন রূপ বাধা দেননি।[৮০] হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মাদীনার) মৃতবৎসা মহিলাদের মধ্যে সাধারণত এ রীতি প্রচলিত ছিল যে, তারা মানত করত, তাদের কোন সন্তান জীবিত থাকলে তারা তাকে ইয়াহুদী বানাবে। এ জন্য দেখা যায় যে, যখন মাদীনার ইয়াহুদী গোত্র বনূ নাদীরকে নির্বাসিত করা হয়, তখন তাদের মধ্যে আনসারদের অনেক সন্তান-

---

৭৮. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৫, পৃ.৩৮-৪১
৭৯. মাওদুদী, *ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান*, পৃ. ৪০১
৮০. ইবনুল কাইয়িম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৪

সন্ততিও ছিল। এ সময় আনসারগণ বলে ওঠেন, আমরা আমাদের সন্তানদেরকে যেতে দেব না। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ - "দীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। নিঃসন্দেহে হিদায়াত গুমরাহী থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে।"[৮১] এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রে যে কোন অমুসলিম নিজের পছন্দ অনুযায়ী যে কোন ধর্ম অবলম্বন করতে পারবে।

তবে কোন মুসলিম ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার ভেতরে থাকা অবস্থায় আপন ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারবে না। এ রূপ ধর্মত্যাগী মুসলিমকে আপন ধর্মত্যাগের ব্যাপারে যে জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে, সেটা তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।[৮২] যে অমুসলিম ব্যক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে ইসলাম ত্যাগ করেছে, তাকে এ জন্য কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে না।

১০. শিক্ষার অধিকার

মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই ইসলামী রাষ্ট্রে চালু শিক্ষা ব্যবস্থা অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করবে। তবে ইসলাম ধর্মীয় বই-পুস্তকাদি পড়তে তাদেরকে বাধ্য করা যাবে না। দেশের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিংবা তাদের নিজেদের বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজ নিজ ধর্ম শিক্ষার আলাদা ব্যবস্থা করার পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের থাকবে।

ব্যতিক্রমধর্মী বিষয়সমূহ ঃ

ক. রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের পদ

ইসলামী রাষ্ট্র যেহেতু একটি আদর্শবাদী রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানের দায়িত্ব হল ইসলামের আদর্শ ও মূলনীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করা, তাই ইসলামী আদর্শ ও মূলনীতির প্রতি যাদের বিশ্বাস ও আস্থা নেই, সে আর যাই হোক রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের পদে কোনক্রমেই অভিষিক্ত হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো সমানাধিকারের কথা বলে সংখ্যালঘুদের ভোটাধিকার নিয়ে যে প্রতারণার

---

৮১. আবূ দাউদ, (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং: ২৩০৭

৮২. এক্ষেত্রে কেউ এ প্রশ্নও উথাপন করতে পারে যে, ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমরা যে কোন ধর্ম গ্রহণ করতে পারলে মুসলিমরা কেন অন্য ধর্ম গ্রহণ করতে পারবে না? এটা কি মানুষের চিন্তার স্বাধীনতার ওপর অযাচিত হস্তক্ষেপ নয়? এ প্রশ্নের সহজ উত্তর হল- সাধারণভাবে ইসলাম কারো স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করতে চায় না। পৃথিবীতে বহু ধর্ম আছে। মানুষ বিচার-বুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষণ করে যে কোন ধর্ম গ্রহণ করতে পারে। তবে একবার ইসলামকে নিজের জীবনের জন্য একমাত্র পবিত্র ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করার পর তাকে কোন রূপ অমর্যাদা করার, এর বিরুদ্ধে বিষোদগার করার কোন অবকাশ ইসলাম দেয় না। অনেক স্বার্থান্বেষী লোক ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্যে আকৃষ্ট না হয়ে কিংবা না জেনে-বুঝে সুনির্দিষ্ট স্বার্থ হাসিলের জন্য ইসলামে অনুপ্রবেশ করতে পারে আর স্বার্থ সিদ্ধির পর কুফরীতে ফিরে যেতে পারে। অনুরূপভাবে কপট ধর্মব্যবসায়ীরা ধর্মের নামে নানা অধর্ম ইসলামে প্রবেশ করিয়ে ইসলামের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করতে পারে, তার সৌন্দর্যগুলোকে ম্লান করে দিতে পারে। এ কারণে সত্যিকার দীনকে রক্ষা এবং তার গতিশীলতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে ইসলাম কোন মুসলিমের ধর্মান্তরকে কঠোরভাবে দেখে।

আশ্রয় নেয়, ইসলামী রাষ্ট্র তার আশ্রয় নিতে পারে না। জাতি–রাষ্ট্রগুলো নিজের নীতি নির্ধারণ ও প্রশাসনের কাজে শুধু আপন জাতির লোকদের ওপরই নির্ভর করে, সংখ্যালঘু নাগরিকদেরকে এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য মনে করে না। এ কথা স্পষ্ট করে বলা না হলেও কার্যত এটাই হয়ে থাকে। সংখ্যালঘুদের কাউকে কখনো রাষ্ট্রের শীর্ষ পদ দেয়া হলেও তা নিছক লোক দেখানোর ব্যাপার হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে তার কোন কার্যকর ভূমিকা থাকে না।

খ. মজলিসে শূরা বা আইনসভার সদস্য

ইসলামী রাষ্ট্র একটা আদর্শবাদী রাষ্ট্র হবার কারণে তার মজলিসে শূরার সকল সদস্য মুসলিম হওয়া শর্ত। এখানে অমুসলিম প্রতিনিধিত্ব বিশুদ্ধ নয়। এটাই মূল কথা। তবে বর্তমানে মুসলিম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে সমসাময়িক অবস্থার দাবী অনুযায়ী মজলিসে শূরার মধ্যে এ শর্তে নির্দিষ্ট সংখ্যক অমুসলিম প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে যে, দেশের শাসনতন্ত্রে এ মর্মে সুস্পষ্ট নিশ্চয়তা দিতে হবে যে,

১. দেশের আইনের প্রধান উৎস হবে কুর'আন ও সুন্নাহ।

২. আইন সভা কুর'আন ও সুন্নাহর পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন করতে পারবে না।

৩. আইনের চূড়ান্ত অনুমোদনের কাজটি যে ব্যক্তি করবেন, তিনি মুসলিম হবেন।[৮৩]

তারা মজলিসে শূরায় তাদের জনগোষ্ঠীর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে এবং রাষ্ট্রের পরিচালনা ও শাসন সংক্রান্ত সাধারণ বিষয়সমূহে নিজেদের মতামত পেশ করবে এবং ভোট দেবে। শার'ঈ বিষয়সমূহে সিদ্ধান্ত নেয়ার বেলায় তাদের মতামত গ্রহণ করা হবে না।

গ. দেশ রক্ষার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি

অমুসলিমরা দেশ রক্ষার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবে। শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা এককভাবে শুধু মুসলিমদের দায়িত্ব। কারণ ইসলামী আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাদের ওপরই বর্তায়। তা ছাড়া যুদ্ধের সময় নিজেদের আদর্শ ও মূলনীতি মেনে চলাও তাদের পক্ষেই সম্ভব। অন্যরা দেশ রক্ষার জন্য লড়াই করলে ভাড়াটে সৈন্যের মত লড়বে এবং ইসলামের নির্ধারিত নৈতিক সীমা রক্ষা করে চলতে পারবে না। এ জন্য ইসলাম অমুসলিমদেরকে দেশ রক্ষার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে এবং এর পরিবর্তে দেশ রক্ষার কাজে ব্যয় নির্বাহে নিজেদের অংশ প্রদানকে তাদের কর্তব্য বলে নির্ধারণ করা হয়েছে।[৮৪] এটাই জিয্ইয়ার আসল তাৎপর্য। এটা শুধু যে আনুগত্যের প্রতীক, তা নয়; বরং সামরিক কর্মকাণ্ড থেকে অব্যাহতি লাভ ও দেশ রক্ষার বিনিময়ও বটে। এ জন্য জিয্ইয়া কেবল যুদ্ধ করতে সক্ষম পুরুষদের ওপরই

---

৮৩. মাওদুদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০০

৮৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৯৭

আরোপ করা হয়। তবে শত্রুদের আক্রমণের সময় দেশের অমুসলিমরা যদি দেশ রক্ষার কাজে অংশ গ্রহণ করার আগ্রহ প্রকাশ করে, তা হলে ইসলামী সরকার ইচ্ছে করলে তাদেরকেও দেশ রক্ষার কাজে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে তাদের জিয্ইয়া রহিত করতে হবে।[৮৫]

ঘ. মদ ও শূকরের ব্যবসা

মুসলিমদের নিকট মদ ও শূকরের আর্থিক কোন মূল্যমান নেই। তাই মুসলিমের জন্য মদ ও শূকরের বিনিময়ে লেনদেন করা নিষিদ্ধ। কিন্তু অমুসলিমরা যেহেতু এ দুটি বস্তুকেই বৈধ বলে জানে এবং এ দুটিই তাদের কাছে আর্থিক মূল্যমান সম্পন্ন, তাই তাদের পরস্পরের মধ্যে মদ ও শূকরের বিনিময়ে লেনদেন করলে তা বিশুদ্ধ হবে। তবে মুসলিম সমাজে প্রকাশ্যে মদের ব্যবসা থেকে তাদেরকে বারণ করা হবে।[৮৬] তদুপরি মদ্যপান যেহেতু স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এবং সুস্থ ও পবিত্র সমাজ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে একটি প্রধান বাধা, তাই ইসলামী রাষ্ট্র জনস্বার্থে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য মদ তৈরি, সেবন ও ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করে আইন রচনা করলে তা মেনে চলতে সকলেই বাধ্য থাকবে।

ঙ. ক্ষতিপূরণ দান

যদি কোন অমুসলিম কোন মুসলিমের মদ নষ্ট করে কিংবা তার শূকরের কোন রূপ ক্ষতি সাধন করে, তা হলে ইসলামী আইনে মুসলিমদের জন্য এ দুটি বস্তুই মূল্যহীন হবার কারণে অমুসলিমকে কোন রূপ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। পক্ষান্তরে কোন মুসলিম কোন অমুসলিমের মদ নষ্ট করলে কিংবা তার শূকরের কোন রূপ ক্ষতি সাধন করলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।[৮৭]

চ. মুসলিমকে কাজে নিয়োগ করা

ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিক- মুসলিম হোক বা অমুসলিম একে অপরকে নিজের কাজে বা ফার্মে অথবা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করতে পারবে। তবে মুসলিমদের জন্য বৈধ নয় (যেমন- মদ তৈরি ও ব্যবসা, শূকর পালন, সূদী লেনদেন, বাদ্য যন্ত্র নির্মাণ, চিত্র ও ভাস্কর্য তৈরি প্রভৃতি) এ ধরনের কোন কাজে বা ফার্মে কোন মুসলিমকে নিয়োগ দেয়া অমুসলিমের জন্য সঙ্গত নয়।[৮৮]

ছ. অমুসলিমদের সাক্ষ্য

মুসলিমদের বিরুদ্ধে অমুসলিমের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। ইসলামী আইনে সাক্ষীদের

---

৮৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৫১

৮৬. আল-কাসানী, *বাদা'ই*, খ.৭, পৃ.১১৩

৮৭. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.৫, পৃ.৪৩

৮৮. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.৭,পৃ. ১৩২

মুসলিম ও ন্যায়পরায়ণ হবার শর্ত রয়েছে। তবে অমুসলিমরা একে অপরের সাক্ষী হতে পারবে, যদি তারা তাদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী ন্যায়পরায়ণ রূপে প্রমাণিত হয়।[৮৯] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও তাদের একের বিরুদ্ধে অপরের সাক্ষ্যকে কার্যকর করেছিলেন। হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَجَازَ شَهَادَةَ الْيَهُوْدِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ. - "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইয়াহূদীদের একের বিরুদ্ধে অপরের সাক্ষ্যকে কার্যকর করেছেন।"[৯০] কাযী শুরাইহ (রহ.) প্রত্যেক জাতির লোকদের একের বিরুদ্ধে অপরের সাক্ষ্যকে কার্যকর করতেন। তবে তিনি কোন খ্রিস্টানের বিরুদ্ধে ইয়াহূদীর সাক্ষ্য কার্যকর করতেন না। অনুরূপভাবে কোন ইয়াহূদীর বিরুদ্ধে খ্রিস্টানের সাক্ষ্য কার্যকর করতেন না।[৯১]

জ. অমুসলিমের বিয়ে

মুসলিমের জন্য ভিন্ন আসমানী কিতাবের অনুসারী (ইয়াহূদী বা খ্রিস্টান) মহিলাকে বিয়ে করা জায়িয।[৯২] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, نَتَزَوَّجُ نِسَاءَ أَهْلِ

---

৮৯. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত,* খ.৭,পৃ.১২৫

৯০. আল-বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা,* (কিতাবুশ শাহাদাত), খ.১০,পৃ. ১৬৫
ইবনু 'আবদান (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আহলে কিতাবের একের বিরুদ্ধে অপরের সাক্ষ্যকে কার্যকর করেছেন। (আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা,* (কিতাবুশ শাহাদাত), খ.১০,পৃ. ১৬৬)

৯১. আল-বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা,* (কিতাবুশ শাহাদাত), খ.১০,পৃ. ১৬৬

৯২. কিতাবী মেয়েকে মুসলিমের বিয়ে করা জায়িয, যদি সে প্রকৃতই তাঁর ধর্মের অনুসারী হয়। এটিই অধিকাংশের অভিমত। তবে হযরত 'উমার (রা) কিতাবী মেয়েকেও বিয়ে করা মাকরূহ জানতেন। (ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল আযীম,* খ.১পৃ.৫৮৩) তা ছাড়া তাঁর পুত্র 'আবদুল্লাহ (রা)ও কিতাবী মেয়েকে বিয়ে করা সমীচীন মনে করতেন না। হযরত নাফি' থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা)কে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান মহিলাকে বিয়ে করা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি জবাব দেন,

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الْإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عِيسَى وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ.

"আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জন্য মুশরিক মহিলাদের হারাম করেছেন। আর কোন মহিলা হযরত ঈসা (আ)কে তার রাব্ব বলে ডাকবে, আমি এর চেয়ে বড় কোন শির্ক আছে বলে জানি না। অথচ তিনি হলেন আল্লাহর একজন বান্দাহ।" (সহীহ আল বুখারী, [কিতাবুত তালাক], হা.নং: ৪৮৭৭)

এখানে উল্লেখ্য যে, যে ইয়াহূদী বা খ্রিস্টান মহিলা নিজের ধর্মের 'আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করে না, তাকে বিয়ে করা কোন অবস্থাতেই সমীচীন হবে না। যেমন বর্তমানে ইংরেজদেরকে সাধারণ মানুষ খ্রিস্টান মনে করে; অথচ দেখা যায়, তাদের কেউ কেউ ধর্মদ্রোহী, আবার কেউ নাস্তিক। তাদের অনেকেরই মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসই নেই। আবার অনেকেই হযরত ঈসা (আ)-এর নাবুওয়াত কিংবা আসমানী গ্রন্থ ইঞ্জিলকেও আসমানী গ্রন্থ বলে স্বীকার করে না। সুতরাং এ ধরনের মহিলাকে 'কিতাবী মেয়ে' রূপে বিবেচনা করা এবং বিয়ে করা সঙ্গত হবে না। (শফী, মুফতী মুহাম্মদ, *মা'আরিফুল কুর'আন,* পৃ.১১৯)

الْكِتَابِ وَلَا يَتَزَوَّجُونَ نِسَاءَنَا. - "আমরা আহলে কিতাবের মহিলাকে বিয়ে করি; কিন্তু তারা আমাদের মহিলাদেরকে বিয়ে করবে না।"[৯৩] আহলে কিতাব ব্যতীত অন্য কোন ধর্মাবলম্বী মহিলাকে বিয়ে করা মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. - "তোমরা মুশরিক মহিলাদের[৯৪] বিয়ে করো না, যে যাবত না তারা ঈমান আনয়ন করে।"[৯৫]

কোন মুসলিম মহিলার জন্য কোন অমুসলিমকে বিয়ে করা জায়িয নেই। চাই সে আহলে কিতাব হোক কিংবা অন্য কোন ধর্মাবলম্বী। আল্লাহ তা'আলা বলেন وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. - "তোমরা (তোমাদের ঈমানদের মেয়েদেরকে) মুশরিক পুরুষদের কাছে বিয়ে দিয়ো না, যে যাবত না তারা ঈমান আনবে।"[৯৬] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

"হে ঈমানদাররা, যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরাত করে আগমন করবে, তখন তাদেরকে যাচাই কর। আল্লাহ তা'আলা তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠাবে না। এরা কাফিরদের জন্য হালাল নয় এবং কাফিররা এদের জন্য হালাল নয়।"[৯৭] এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কোন কাফিরের সাথে ঈমানদার মহিলার বিয়ে বৈধ নয়।

এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠতে পারে, আহলে কিতাবের মহিলাদেরকে মুসলিমরা বিয়ে করতে পারলে আহলে কিতাব মুসলিম মহিলাদের বিয়ে করতে পারবে না কেন? এ Superiority complex-এর হেতু কি? এ প্রশ্নের উত্তর হল- উপর্যুক্ত বিধানের ভিত্তি একটি নিগূঢ় সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। পুরুষরা সাধারণত প্রভাবিত হয় কম এবং প্রভাব বিস্তার করে অধিক। আর নারীরা সাধারণত প্রভাবিত হয় বেশি এবং প্রভাব বিস্তার করে কম। একজন অমুসলিম নারী যদি কোন মুসলিমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তবে তার দ্বারা এ মুসলিম ব্যক্তিকে অমুসলিম বানানোর আশঙ্কা খুবই কম; বরঞ্চ তারই মুসলিম হয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু একজন মুসলিম নারী কোন অমুসলিম ব্যক্তির বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে তার অমুসলিম হয়ে যাবার আশঙ্কাই বেশি এবং তার স্বামী ও

---

৯৩. ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল আযীম*, খ.১ পৃ. ৫৮৩

৯৪. অধিকাংশের মতে আয়াতে মুশরিক মহিলা বলতে মূর্তিপূজারী মহিলাকেই বুঝানো হয়েছে। আহলে কিতাবের অনুসারী মহিলারা এ আয়াতের হুকমের অর্ন্তভুক্ত নয়। হযরত ইবনু 'আব্বাস, মুজাহিদ, 'ইকরামাহ, সা'ঈদ ইবনু যুবায়র ও মাকহূল (রহ.) প্রমুখ বিশিষ্ট মুফাসসির এ মতই পোষণ করেছেন।

৯৫. আল-কুর'আন, ২ (সূরাতুল বাকারাহ) ঃ ২২১

৯৬. আল-কুর'আন, ২ (সূরাতুল বাকারাহ) ঃ ২২১

৯৭. আল-কুর'আন, ৬০ (সূরাতুল মুমতাহিনাহ) ঃ ১০

সন্তানদের মুসলিম বানাতে পারার সম্ভাবনা খুবই কম। এ জন্য নিজ কন্যাদের অমুসলিমদের নিকট বিয়ে দেবার অনুমতি মুসলিমদের দেয়া হয়নি। অবশ্য আহ্‌লে কিতাবের কোন ব্যক্তি নিজ কন্যাকে কোন মুসলিমের নিকট বিয়ে দিতে রাজী হলে সে তাকে বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু কুর'আনের যে জায়গায় এ অনুমতি প্রদান করা হয়েছে সেখানে এ ধমকও দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি অমুসলিম স্ত্রীদের প্রেমে বিগলিত হয়ে নিজেদের দীন খুইয়ে ফেল, তবে তোমাদের সমস্ত সৎকর্ম বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকবে। তা ছাড়া এ অনুমতি কেবল বিশেষ প্রয়োজনের সময়ই কার্যকর করা যাবে। এটা কোন সাধারণ অনুমতি নয় এবং পছন্দনীয় কাজও নয়; বরং কোন কোন অবস্থায় তো এ কাজ করতে নিষেধও করা হয়েছে, যাতে মুসলিম সোসাইটিতে অমুসলিম লোকদের আনাগোনার ফলে কোন অনাকাঙ্খিত নৈতিক ধ্যান-ধারণার বিকাশ ও লালন হতে না পারে।[৯৮] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন হাদীসে[৯৯] মুসলিমদেরকে দীনদার মেয়েদের বিয়ে করার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তাদের স্ত্রীরা তাদেরকে দীনের আহকাম পালনের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে এবং তাদের সন্তানরাও দীনদার রূপে গড়ে ওঠতে পারে। অতএব ইসলামে যেখানে কোন অধার্মিক মুসলিম মেয়ের সাথে বিবাহ পছন্দ করা হয়নি, সে ক্ষেত্রে অমুসলিম মেয়ের সাথে কিভাবে বিবাহ পছন্দ করা হবে? এ কারণে হযরত 'উমার (রা) যখন সংবাদ পেলেন যে, ইরাক ও শাম দেশের কোন কোন মুসলিমের অমুসলিম স্ত্রী রয়েছে এবং দিন দিন তাদের সংখ্যা বেড়ে চলছে, তখন তিনি ফরমান জারী করলেন যে, তা হতে পারে না। তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হলো যে, এটা বৈবাহিক ও ধর্মীয় জীবনের জন্য যেমন অকল্যাণকর, তেমনি রাজনৈতিক দিক দিয়েও ক্ষতির কারণ।[১০০]

ঝ. অমুসলিমের যাব্‌হকৃত প্রাণি ভক্ষণ

অমুসলিমের যাব্‌হকৃত প্রাণি ভক্ষণ করা মুসলিমের জন্য বৈধ নয়; তবে যাব্‌হকারী আহ্‌লে কিতাব হলে তাদের যাব্‌হকৃত প্রাণি ভক্ষণ করা জায়িয রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. - "আহ্‌লে কিতাবের যাব্‌হকৃত প্রাণি[১০১] তোমাদের জন্য হালাল আর তোমাদের যাব্‌হকৃত প্রাণি তাদের জন্য হালাল।"[১০২] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও আহ্‌লে

---

৯৮. মাওদূদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৫-৩৫৬

৯৯. যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, وانكحوهن على الدين- "তোমরা তাদের দীন দেখেই বিয়ে করো।" (বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, [কিতাবুন নিকাহ], খ.৭,পৃ.৮০)

১০০. শফী', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০

১০১. আয়াতে طَعَامُ দ্বারা যাব্‌হকৃত প্রাণিকে বুঝানো হয়েছে। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস, 'ইকরামাহ, মুজাহিদ, সা'ঈদ ইবনু যুবায়র, মাকহুল, হাসান ও সুদ্দী (রহ.) প্রমুখ বিশিষ্ট মুফাসসির এ ব্যাখ্যাই করেছেন। (ইবনু কাছীর, *তাফসীরু কুর'আনিল 'আযীম*, খ.৩,পৃ.৪০)

১০২. আল-কুর'আন, ৫ (সূরাতুল মা'ইদাহ) ঃ ৫

কিতাবের যাব্‌হকৃত প্রাণির গোশত ভক্ষণ করতেন। হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

فَأَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِخَيْبَرَ شَاةً مَصْلِيَّةً سَمَّتْهَا فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا وَأَكَلَ الْقَوْمُ

"খাইবারের জনৈকা ইয়াহুদী মহিলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে একটি বিশ মিশ্রিত ভুনা বকরী হাদিয়া দেয়। তিনি নিজেই তা ভক্ষণ করলেন এবং তাঁর সাথীরাও তা ভক্ষণ করলেন।[১০৩] হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনৈক ইয়াহুদীর যবের রুটি ও গোস্তের বাসী শুরুয়া খাওয়ার আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিলেন।[১০৪]

ঞ. স্বতন্ত্র বেশ-ভূষা

ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে পোশাক ও বেশ-ভূষার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকা প্রয়োজন।[১০৫] কেননা এ ক্ষেত্রে সাদৃশ্য দ্বারা নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এতে আশঙ্কা আছে যে, বিভিন্ন কৃষ্টির মিশ্রণে একটা জগাখিচুড়ি কৃষ্টি তৈরি হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া এতে নাগরিকদের ওপর রাষ্ট্রের আইন প্রয়োগ করার কাজে জটিলতা সৃষ্টির আশঙ্কাও আছে। উদাহরণস্বরূপ মুসলিমদের জন্য মদ খাওয়া, রাখা ও বিক্রয় করা ফৌজদারী অপরাধ। অথচ অমুসলিমদের জন্য এটা অপরাধ নয়। এমতাবস্থায় একজন অমুসলিম যদি অমুসলিমদের সদৃশ পোশাক পরে, তবে সে এ জাতীয় অপরাধ করেও পুলিশের ধর-পাকড় থেকে রেহাই পেতে পারে। আর কোন অমুসলিম মুসলিমদের সদৃশ পোশাক পরলে সে পুলিশের ধর-পাকড়ের শিকার হতে পারে। এ কারণে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিচয় লাভের সুবিধার্থে অমুসলিমদের পোশাক বা বেশভূষা মুসলিমদের থেকে আলাদা হওয়া দরকার। সম্ভবত এ অসুবিধার কথা বিবেচনা করেই সর্বপ্রথম হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ.) খ্রিস্টানদেরকে মুসলিমদের মতো পোশাক বা পাগড়ী পরতে নিষেধ করেছিলেন। পরবর্তীতে 'আব্বাসীয় খালীফা হারূনুর রাশীদ ২য় 'উমার (রহ.)-এর মতো খ্রিস্টানদেরকে মুসলিমদের অনুরূপ পোশাক পরিধান না করার জন্য একটি সাধারণ নির্দেশ জারী করেন। কথিত আছে যে, খালীফা মুতাওয়াক্কিল অমুসলিমদের পোশাকের জন্য হলুদ রং এবং ফাতিমী শাসক হাকিম কালো রং নির্ধারণ করেছিলেন। হিজরী অষ্টম শতাব্দীতে মিসর ও সিরিয়ায় খ্রিস্টানরা

অমুসলিমদের মধ্য থেকে আহলে কিতাবের যাব্‌হ করা জন্তু হালাল হওয়া এবং তাদের মহিলাকে বিয়ে করা জায়িয হওয়ার কারণ হল এই যে, এ দুটি বিষয়ে তাদের ধর্মমতও ইসলামের হুবহু অনুরূপ। অর্থাৎ আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে জন্তু যাব্‌হ করাকে তারাও বিশ্বাসগতভাবে জরুরী মনে করে। এ ছাড়া মৃত জন্তুকেও তারা হারাম মনে করে। অনুরূপভাবে ইসলামে যে সব মহিলাকে বিয়ে করা হারাম, তাদের ধর্মেও তাদের বিয়ে করা হারাম। ইসলামে যেমন বিয়ে প্রচার করা, সাক্ষীদের উপস্থিত হওয়া জরুরী, তেমনি তাদের ধর্মেও এ সব বিধি-বিধান জরুরী।

১০৩. আবূ দাউদ, (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং: ৩৯১২

১০৪. আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* [মুসনাদু আনাস ইবনি মালিক (রা)], হা.নং: ১২৭২৪, ১৩৩৫৭

১০৫. আল-কাসানী, *বাদা'ই,* খ.৭,পৃ.১১৩; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক,* খ.৫.পৃ. ১২৩

নীল, ইয়াহূদীরা হলুদ এবং সামিরারা[১০৬] লাল রং ব্যবহার করত। তারা এই বর্ণের সিল্ক, পাগড়ী ও গলবন্দ ব্যবহার করতে পারত।[১০৭] ফাকীহগণের মতে, কোন বিশেষ ধরনের পোশাক বা পোশাকের রঙ যদি অমুসলিমদের পরিচয়ের জন্য নির্ধারণ করা হয়, তবে মুসলিমদের জন্য তা ব্যবহার করা জায়িয নয়।[১০৮]

অমুসলিমদের ওপর আরোপিত বিশেষ করসমূহ ঃ

ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিমদের যে দায়ভার গ্রহণ করে এবং তারা রাষ্ট্রের যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, এর বিনিময় হিসেবে তাদের ওপর কতিপয় বিশেষ কর আরোপ করা হবে। এগুলো হল : জিয্ইয়া, খারাজ ও 'উশ্র।

ক. জিয্ইয়া[১০৯] (নিরাপত্তা কর)

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের নিরাপদে বসবাস এবং জান-মাল ও 'ইয্যাত-আব্রুর নিরাপত্তা লাভের বিনিময় হিসেবে তাদের ওপর আরোপিত নির্দিষ্ট পরিমাণের সম্পদকে 'জিয্ইয়া' বলা হয়। এ কর কেবল যুদ্ধ করতে সক্ষম লোকদের থেকে দেশ রক্ষার দায়িত্ব থেকে তাদেরকে মুক্তি দানের বিনিময় হিসেবে প্রতি বছর আদায় করা হবে। অতএব যারা যুদ্ধ করতে সক্ষম নয় বা যুদ্ধে কোন রূপ অংশ গ্রহণ করে না যেমন- শিশু-কিশোর, নারী, পাগল, দাস-দাসী, প্রতিবন্ধী, উপাসনালয়ের সেবক, সন্যাসী, ভিক্ষু[১১০] অতি বয়োবৃদ্ধ এবং বছরের বেশির ভাগ সময় রোগে কেটে যায় এমন রোগীকে জিয্ইয়া দিতে হবে না।[১১১] অধিকন্তু যদি ইসলামী সরকার তাদের জান-মাল-'ইয্যাত-আব্রুর নিরাপত্তা দিতে না পারে, তাহলে তাদের থেকে কোন রূপ জিয্ইয়া আদায় করা যাবে না। বর্ণিত রয়েছে যে, ইয়ারমূকের যুদ্ধে যখন রোমানরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিশাল সেনাবাহিনীর সমাবেশ ঘটালো এবং মুসলিমরা সিরিয়ার সকল বিজিত এলাকা পরিত্যাগ করে একটি কেন্দ্রে নিজেদের শক্তি কেন্দ্রীভূত করতে বাধ্য হল, তখন হযরত আবূ 'উবায়দাহ (রা) নিজের অধিনস্থ সেনাপতিদের নির্দেশ দিলেন, তোমরা যে সব জিয্ইয়া ও খারাজ অমুসলিমদের নিকট থেকে আদায় করেছিলে তা তাদের ফিরিয়ে দাও এবং বলো যে, " এখন আমরা তোমাদের রক্ষা করতে অক্ষম, তাই যে অর্থ তোমাদের রক্ষা করার বিনিময়ে আদায় করেছিলাম তা ফেরত দিচ্ছি।" এ নির্দেশ মুতাবিক সকল

---

১০৬. সামিরা ঃ একটি ইয়াহূদী সম্প্রদায়।

১০৭. আল-কালকাশান্দী, *সুবহুল আ'শা,* খ. ১৩, পৃ. ৩৬৪

১০৮. আয-যায়লা'ঈ, *তাবয়ীন..*, খ.৩, পৃ. ২৮০-৮১

১০৯. 'জিয্ইয়া' (الجزية) শব্দটি الجزاء থেকে গৃহীত। এর মূল অর্থ বিনিময়, প্রতিদান। যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকরা সার্বিক নিরাপত্তা লাভ করে, তাই এর বিনিময় হিসেবে তাদের ওপর আরোপিত করকে 'জিয্ইয়া' বলা হয়। (মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ,* পৃ.২৮০; ইবনু কাইয়িম, *আহকামু আহলিয যিম্মাহ,* পৃ.৯)

১১০. হানাফীগণের মতে- উপাসনালয়ের সেবক, সন্যাসী ও ভিক্ষু কর্মক্ষম হলে তাদের ওপর জিয্ইয়া প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। (আল-কাসানী, *বাদা'ই,* খ.৭,পৃ. ১১১)

১১১. আল-কাসানী, *বাদা'ই,* খ.৭,পৃ. ১১১; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী,* খ.৯ পৃ.২৭০-৩; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক,* খ.৫.পৃ. ১২০-১

সেনাপতি আদায় করা অর্থ ফেরত দিলেন।[১১২] এ সময় অমুসলিম নাগরিকদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করে ঐতিহাসিক বালাযূরী লিখেছেন, মুসলিম সেনাপতিগণ যখন সিরিয়ায় হিম্‌স নগরীতে জিয্‌ইয়ার অর্থ ফেরত দেন, তখন সেখানকার অধিবাসীরা সমস্বরে বলে ওঠে,

لَوَلَايَتُكُمْ وَعَدْلُكُمْ اَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا كُنَّا فِيْهِ مِنَ الظُّلْمِ وَالْغَشْمِ ، وَلَنَدْفَعَنَّ جُنْدَ هِرقْلَ عَنِ الْمَدِيْنَةِ مَعَ عَامِلِكُمْ.

"ইতঃপূর্বে যে যুলম-অত্যাচারে আমরা নিষ্পেষিত হচ্ছিলাম, তার তুলনায় তোমাদের শাসন ও ন্যায়-বিচারকে আমরা বেশি পছন্দ করি। এখন আমরা তোমাদের গভর্ণরের সাথে যুদ্ধ করে হিরাক্লিয়াসের বাহিনীকে দমন করবো।" সেখানকার ইয়াহুদীরা বলে ওঠে, لَا يَدْخُلُ عَامِلُ هِرقْلَ مَدِيْنَةَ إِلَّا اَنْ نَغْلِبَ وَنَجْهَدَ. -"আমরা প্রাণপণ যুদ্ধ করে পরাজিত হওয়া ছাড়া কোন অবস্থাতেই হিরাক্লিয়াসের গভর্ণর আমাদের কোন শহরেই ঢুকতে পারবে না।"[১১৩]

জিয্‌ইয়ার পরিমাণ তাদের আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে। যারা স্বচ্ছল তাদের কাছ থেকে বেশি, যারা মধ্যবিত্ত তাদের কাছ থেকে কিছু কম এবং যারা দরিদ্র তাদের কাছ থেকে অনেক কম নেয়া হবে। আর যার উপার্জনের কোন ব্যবস্থা নেই অথবা যে অন্যের দান-দক্ষিণার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে, তার জিয্‌ইয়া ক্ষমা করে দেয়া হবে। অধিকাংশ ইমামের মতে জিয্‌ইয়ার কোন বিশেষ পরিমাণ নির্ধারিত নেই। সরকার তাদের আর্থিক সঙ্গতি বিবেচনা করে যে কোন পরিমাণ নির্ধারণ করবে। তবে তা অবশ্যই এভাবে নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন, যাতে তারা তা সহজে আদায় করতে পারে। এ কর আদায়ে তাদের ওপর কোন রূপ কঠোরতা প্রদর্শন করা নিষিদ্ধ। যা আদায় করা তাদের পক্ষে সহজ নয়, করের এমন বোঝা তাদের ওপর চাপানো যাবে না। হানাফীগণের মতে ধনীদের থেকে বার্ষিক ৪৮ দিরহাম, মধ্যবিত্তদের থেকে ২৪ দিরহাম এবং কর্মক্ষম গরীব লোকদের থেকে ১২ দিরহাম হারে জিয্‌ইয়া আদায় করা হবে। ইমাম মালিকের মতে- ধনীদের থেকে বার্ষিক ৪০ দিরহাম বা ৪ দীনার এবং গরীব লোকদের থেকে ১০ দিরহাম বা ১ দীনার হারে জিয্‌ইয়া আদায় করা হবে। শাফি'ঈগণের মতে- মাথা পিছু ন্যূনপক্ষে এক দীনার আদায় করা বাধ্যতামূলক হবে।[১১৪] জিয্‌ইয়ার পরিবর্তে তাদের ধন-সম্পদ নীলামে চড়ানো যাবে না, তাদের গরু, গাধা, কাপড়-চোপড় বিক্রি করা যাবে না। হযরত 'আলী (রা) তাঁর এক কর্মচারীকে জিয্‌ইয়া সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পাঠানোর সময় নির্দেশ দেন, "তাদের শীত-গ্রীষ্মের বস্ত্র, খাবারের

---

১১২. আবূ ইউসূফ, *কিতাবুল খারাজ*, পৃ. ১১১

১১৩. আল-বালাযূরী, *ফুতুহুল বুলদান*, খ.১,পৃ.১৬২

১১৪. আল-কাসানী, *বাদা'ই*, খ.৭,পৃ. ১১২; আল-মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, পৃ.১৮৪; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯ পৃ.২৬৭-৮

উপকরণ ও কৃষিকাজের পশু জিয্ইয়া আদায়ের জন্য বিক্রি করবে না, প্রহার করবে না, দাঁড়িয়ে রেখে শাস্তি দেবে না এবং জিয্ইয়ার বদলায় কোন জিনিস নীলামে চড়াবে না।"[১১৫] ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদগণের মতে- কোন উপার্জনক্ষম অমুসলিম জিয্ইয়া দিতে অস্বীকার করলে বড় জোর তাকে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া যেতে পারে। ইমাম আবূ ইউসূফ (রাহ.) বলেন, "তবে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা হবে এবং প্রাপ্য জিয্ইয়া আদায় না করা পর্যন্ত আটক করে রাখা হবে।"[১১৬]

যে সব অমুসলিম নাগরিক দারিদ্রের শিকার ও পরের ওপর নির্ভর করে চলে, তাদের জিয্ইয়া তো মা'ফ হবেই, উপরন্তু বাইতুল মাল থেকে তাদের জন্য নিয়মিত সাহায্য ও বরাদ্দ দেয়া হবে।[১১৭] হযরত আবূ বাকর (রা)-এর আমলে হীরাবাসীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রে এ কথাও উল্লেখ করা হয়েছিল যে,

أَيُّمَا شَيْخٍ ضَعُفَ عَنِ الْعَمَلِ ، أَوْ أَصَابَتْهُ آفَةٌ مِنَ الآفَاتِ ، أَوْ كَانَ غَنِيًّا فَافْتَقَرَ ، وَصَارَ أَهْلَ دِيْنِهِ يَتَصَدَّقُوْنَ عَلَيْهِ طُرِحَتْ جِزْيَتُهُ ، وَعِيْلَ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ عِيَالِهِ مَا أَقَامَ بِدَارِ الْهِجْرَةِ وَدَارِ الْإِسْلَامِ .

"যদি কোন অমুসলিম বৃদ্ধ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে, অথবা কোন বিপদে পতিত হয় অথবা কোন সম্পদশালী এমনভাবে দরিদ্র হয়ে পড়ে যে, তার গোত্রের লোকেরা তাকে সাহায্য করতে থাকে এমতাবস্থায় তাকে জিয্ইয়া থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। উপরন্তু মুসলিমদের বাইতুলমাল থেকে তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে হবে, যতদিন সে মদীনায় বা ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে বসবাস করবে।"[১১৮]

বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত 'উমার (রা) জনৈক বৃদ্ধ লোককে ভিক্ষা করতে দেখে তার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল, "কী আর করবো, জিয্ইয়া দেয়ার জন্য ভিক্ষে করছি।" এ কথা শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ তার জিয্ইয়া মাফ করে দিলেন এবং তার ভরণ পোষণের জন্য মাসিক বৃত্তি নির্ধারণ করে দিলেন। তিনি বাইতুল মালের কর্মকর্তাকে লিখলেন, فَوَاللهِ مَا أَنْصَفْنَا إِنْ أَكَلْنَا شَبِيْبَتَهُ، ثُمَّ نَخْذُلُهُ عِنْدَ الْهَرَمِ. - "আল্লাহর কসম! এটা কখনো ইনসাফ নয় যে, আমরা যৌবনে তার দ্বারা উপকৃত হব, আর বার্ধক্যে তাকে অপমান করব।"[১১৯]

কোন অমুসলিম নাগরিক মারা গেলে তার কাছে প্রাপ্য বকেয়া জিয্ইয়া তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে আদায় করা হবে না এবং তার উত্তরাধিকারীদের ওপরও এর দায়ভার

---

১১৫. আবূ ইউসূফ, *কিতাবুল খারাজ*, পৃ.৯
১১৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭০
১১৭. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯ পৃ.২৭২
১১৮. আবূ ইউসূফ, *কিতাবুল খারাজ*, পৃ. ১৪৪
১১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭২

চাপানো যাবে না। অনুরূপভাবে কেউ ইসলাম গ্রহণ করলেও তার জিয্ইয়া মাফ হয়ে যাবে।[১২০]

উল্লেখ্য যে, জিয্ইয়ার নাম শুনতেই অমুসলিমদের মনে যে আতঙ্ক জন্মে, তা কেবল ইসলামের শত্রুদের দীর্ঘকাল ব্যাপী অপপ্রচারের ফল। অন্যথায় এ আতঙ্কের কোন ভিত্তি নেই। জিয্ইয়া মূলত ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমরা যে নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবন যাপনের সুযোগ পায় তারই বিনিময়। ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেবল সক্ষম ও প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের কাছ থেকে এটা নেয়া হয়। এটাকে যদি ইসলাম গ্রহণ না করার জরিমানা বলা হয়, তা হলে যাকাতকে কি বলা হবে? যাকাত তো শুধু সক্ষম পুরুষই নয়; বরং নারীর কাছ থেকেও আদায় করা হয়। এটা কি তা হলে ইসলাম গ্রহণের জরিমানা?

খ. খারাজ (ভূমি কর)

ভূমির ওপর অধিকার এবং তার উৎপাদনের ওপর আরোপিত করকে 'খারাজ' বলা হয়। মুসলিমরা যেমন তাদের ভূমি থেকে উৎপন্ন ফসলের 'উশর আদায় করে থাকে, তেমনি অমুসলিদেরকেও তাদের ভূমি থেকে উৎপন্ন ফসলের একটি নির্ধারিত পরিমাণ শস্য খারাজ হিসেবে আদায় করতে হবে। তবে সরকার ইচ্ছে করলে ভূমির আয়তন ও ফসলের প্রকৃতি বিচার করে বার্ষিক একটা পরিমাণ ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে নির্ধারণও করে দিতে পারে।

উল্লেখ্য যে, খারাজ ভূমির উৎপাদন ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে আরোপ করা হবে। অতএব ঘর-বাড়ি এবং ফসলের অনুপযোগী অনাবাদী জমির ওপর কোন কর আরোপ করা যাবে না। তবে ফসলের উপযোগী ভূমিতে ফসল ফলানো না হলেও খারাজ আদায় করতে হবে। তদুপরি এ কর ছোট-বড়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের বেলায় প্রযোজ্য হবে।[১২১]

গ. 'উশূর (বাণিজ্যিক কর)

'উশূর[১২২] হল অমুসলিমদের ব্যবসায়িক পণ্যের ওপর আরোপিত কর। মুসলিমদের ওপর যেমন বৎসরে একবার তাদের সম্পদের যাকাত আদায় করা বাধ্যতামূলক, তেমনি

---

১২০. আল-কাসানী, *বাদা'ই*, খ.৭,পৃ.১১২; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯ পৃ.২৭৩

১২১. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.১০,পৃ.৭৯,৮৩; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯ পৃ.৩০৯

১২২. 'উশূর (عشور) 'উশর (عشر)শব্দের বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ একদশমাংশ। শারী'আতের পরিভাষায় ফসলের যাকাত অর্থে শব্দটি সর্বসাধারণ্যে বহুল প্রচলন লাভ করেছে। তবে এটি অমুসলিমদের ব্যবসায়িক পণ্যের ওপর আরোপিত কর অর্থেও ব্যবহার করা হয়। (ইবনুল আছীর, *আন-নিহায়াতু ফী গারীবিল আছার*, খ.৩,পৃ.৪৭৬) এ অর্থের অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, إِنَّمَا الْعُشُوْرُ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ عُشُوْرٌ - "'উশূর কেবল ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের ওপর আরোপিত হবে। মুসলিমদের ওপর কোন 'উশূর নেই।" (আবূ দাউদ, [কিতাবুল খারাজ..], হা.নং: ২৬৪৯) এ হাদীসটিতে 'উশূর দ্বারা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের ব্যবসায়িক পণ্যের ওপর আরোপিত করকে বুঝানো হয়েছে।

অমুসলিমদের ওপরও বৎসরে একবার তাদের বাণিজ্য পণ্যের কর প্রদান করা বাধ্যতামূলক। তবে তাদের বাণিজ্য পণ্য সামগ্রীর কি হারে কর আদায় করতে হবে তা কুর'আন ও হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা জানা যায় না। এটা নিরেট ইজতিহাদ ও গবেষণালব্ধ বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাই এটা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। হানাফী ও হাম্বালীগণের মতে- শতকরা পাঁচ ভাগ হারে কর আদায় করতে হবে।[১২৩] তাদের দলীল হল- হযরত 'উমার (রা) শতকরা পাঁচভাগ হারে অমুসলিমদের থেকে কর আদায় করতেন। মালিকীগণের মতে- অমুসলিমদের বাণিজ্য করের পরিমাণ হল শতকরা দশভাগ। শাফি'ঈগণের মতে, এর জন্য নির্ধারিত কোন পরিমাণ নেই। সরকার ন্যায়নীতির ভিত্তিতে সমসাময়িক পরিস্থিতির চাহিদা অনুসারে তা নির্ধারণ করবে। আমি মনে করি, এ মতটিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

হানাফীগণের মতে- ব্যবসায়ী মুস্তা'মান হলে তার নিকট থেকে ঠিক সে পরিমাণ কর আদায় করা হবে, যে পরিমাণ কর দারুল হারব বিদেশী ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে আদায় করে থাকে।[১২৪] যেমন দারুল হারব বিদেশী মুসলিম ব্যবসায়ী থেকে শতকরা দশভাগ হারে কর আদায় করলে ইসলামী রাষ্ট্রও ঠিক দশভাগ হারে, আর যদি তারা শতকরা পাঁচভাগ হারে আদায় করে, তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রও ঠিক পাঁচভাগ হারেই কর আদায় করবে। হযরত 'উমার (রা) হযরত আবূ মূসা আল আশ'আরী (রা)কে নির্দেশ দিয়ে বলেন, خُذْ أَنْتَ مِنْهُمْ كَمَا يَأْخُذُوْنَ مِنْ تُجَّارِنَا. - "তুমি তাদের থেকে ঠিক তা-ই গ্রহণ করবে, যা তারা আমাদের ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে গ্রহণ করে থাকে।"[১২৫] অন্যান্য ইমামগণের মতে 'উশূর আদায় করার ক্ষেত্রে যিম্মী ও মুস্তা'মানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সকলের জন্য একই হার প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ্য যে, সরকার প্রয়োজন ও কল্যাণকর মনে করলে যে কোন সময় এবং যে কোন পণ্যের ক্ষেত্রে অমুসলিমদেরকে এ কর থেকে রেহাই দিতে পারে।

'উশূর আদায়ের শর্তাবলী :

১. নিসাব পূর্ণ হওয়া

যাকাতের নিসাবের মতোই 'উশূরের নিসাব হল ২০০ দিরহাম কিংবা ২০ দীনার। অর্থাৎ বাণিজ্য পণ্যের মোট মূল্য ২০০ দিরহাম রৌপ্য কিংবা ২০ দীনার স্বর্ণের সমপরিমাণ হলে 'উশূর ওয়াজিব হবে। এটা হানাফীগণের অভিমত।[১২৬] ইমাম আহমাদ (রাহ.) থেকেও এ ধরনের একটি মত বর্ণিত রয়েছে। মালিকীগণের মতে- 'উশূরের কোন নিসাব নির্ধারিত নেই। কম-বেশি যা-ই হোক তাতে 'উশূর আদায় বাধ্যতামূলক হবে।

---

১২৩. আয-যায়লা'ঈ, *তাবয়ীন..*, খ.১,পৃ.২৮৫
১২৪. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.২,পৃ.২০০; আয-যায়লা'ঈ, *তাবয়ীন..*, খ.১,পৃ.২৮৫; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯ পৃ.২৮০
১২৫. আল-কাসানী, *বাদা'ই*, খ.২,পৃ.৩৯; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.৩০,পৃ. ১০৮
১২৬. আয-যায়লা'ঈ, *তাবয়ীন..*, খ.১,পৃ.২৮৪

২. বাণিজ্য পণ্যের স্থানান্তর

অনেকের মতে- অমুসলিমরা যখন বাণিজ্য পণ্য নিয়ে দেশের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে ব্যবসা করবে, তখনই 'উশূর ওয়াজিব হবে। নিজের এলাকায় বসে ব্যবসা করলে এর জন্য 'উশূর দিতে হবে না।[১২৭]

৩. বাণিজ্য পণ্যের এক বছর কাল স্থায়িত্ব

যে সব পণ্যসামগ্রী ন্যূনতম এক বৎসর স্থায়ী থাকে (যেমন-চাল, গম, বস্ত্র ইত্যাদি), তাতে 'উশূর বাধ্যতামূলক হবে। পক্ষান্তরে যে সব পণ্য এক বছরের কম সময় পর্যন্ত স্থায়ী থাকে (যেমন- শাক-সব্জি ও ফলমূল ইত্যাদি) তাতে 'উশূর ওয়াজিব হবে না, যদিও তার মূল্য নিসাব পরিমাণ পৌঁছে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর অভিমত। তবে ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ (রাহ.) প্রমুখের মতে-'উশূর ওয়াজিব হবার জন্য এ ধরনের কোন শর্ত নেই। যে কোন পণ্য সামগ্রী তার স্থায়িত্ব কাল যে পরিমাণই হোক তাতে 'উশূর ওয়াজিব হবে।[১২৮]

৪. ঋণমুক্ত হওয়া

ঋণ বাদ দিয়ে পণ্য সামগ্রীর মূল্য নিসাব পরিমাণ পৌঁছলেই 'উশূর ওয়াজিব হবে। যদি কোন অমুসলিম ঋণগ্রস্ত হয় এবং ঋণের অর্থ বাদ দেয়ার পর তার মজুদ পণ্যসামগ্রীর মূল্য নিসাব পরিমাণ না হয়, তা হলে তার জন্য 'উশূর প্রদান বাধ্যতামূলক হবে না।[১২৯]

অমুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড ঃ

ক. ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে অযাচিত মন্তব্য

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের জন্য এ ধরনের কোন মন্তব্য করা বিধেয় নয়, যাতে মুসলিমদের জীবন যাত্রায় ব্যাঘাত ঘটে এবং ইসলামের মর্যাদা নষ্ট হয়। এ কারণে আল্লাহ, রাসূল, ইসলাম, কুর'আন...প্রভৃতি বিষয়ে কুরুচিপূর্ণ ও অশালীন মন্তব্য করা থেকে তাদেরকে বারণ করা হবে।

খ. মুসলিম জনপদে প্রকাশ্যে মদ ও শূকরের ব্যবসা

ইসলামী রাষ্ট্রের 'একান্ত মুসলিম জনপদের মধ্যে বা শহরে প্রকাশ্যে মদ ও শূকরের ব্যবসা করা থেকেও অমুসলিমদের বারণ করা হবে। তবে তাদের একান্ত জনপদে প্রকাশ্যে কিংবা শহরে তাদের নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলে এগুলোর ব্যবসা করা তাদের জন্য দূষণীয় হবে না।[১৩০]

---

১২৭. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* খ.৩০,পৃ. ১০৭
১২৮. *তদেব*
১২৯. আয-যায়লা'ঈ, *তাবয়ীন..,* খ.১,পৃ.২৮৪
১৩০. আল-কাসানী, *বাদা'ই,* খ.৭,পৃ.১১৩

গ.অন্যায়- অশ্লীলতা

যে সব অন্যায় কর্মকাণ্ড (যেমন- অশ্লীলতা, ব্যভিচার ও গর্ভপাত প্রভৃতি) অমুসলিম ধর্মমতে নিষিদ্ধ, সে সব কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও সম্পাদন করা থেকে সর্বাবস্থায় তাদেরকে বারণ করা হবে। চাই সেটা মুসলিম জনপদে হোক কিংবা তাদের জনপদে।[১৩১]

অমুসলিমের অপরাধ ও শাস্তির বিধান ঃ

ক. হাদ্দ[১৩২] জাতীয় অপরাধের শাস্তি

যদি কোন অমুসলিম হাদ্দ জাতীয় কোন অপরাধে (যেমন-চুরি, ডাকাতি, যিনা ও যিনার অপবাদ আরোপ প্রভৃতি) লিপ্ত হয়, তাহলে তাদেরকে ঐ সকল অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য আইন সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।[১৩৩] তবে যেহেতু তারা মদ সেবনকে বৈধ বলে বিশ্বাস করে, তাই তাদের ক্ষেত্রে মদ্যপানের শাস্তি প্রযোজ্য হবে না, যদি তারা খোলামেলাভাবে মদ সেবন না করে। যদি তারা মুসলিম জনপদের মধ্যে প্রকাশ্যে মদ সেবন করে, তা হলে তাদেরকে সাধারণ দণ্ড দেয়া যাবে।

অনুরূপভাবে কেউ কোন অমুসলিম- পুরুষ বা নারী-কে যিনার অপবাদ দিলে তার জন্য হাদ্দ প্রযোজ্য হবে না; তবে তা'যীরের[১৩৪] আওতায় যে কোন সাধারণ উপযুক্ত দণ্ড দেয়া যাবে, চাই অপবাদ দানকারী মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম। কারণ যিনার অপবাদের

---

১৩১. আল-কাসানী, *বাদা'ই*, খ.৭,পৃ.১১৩-৪

১৩২. 'হাদ্দ' হল কুর'আন ও সুন্নাহতে বর্ণিত বিভিন্ন অপরাধের সুনির্ধারিত শাস্তি । এ ধরনের হাদ্দগুলো হল ঃ চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ ও মদ্যপানের শাস্তি। তবে অনেকেই ইসলাম ধর্মত্যাগ ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার শাস্তিকেও হাদ্দ বলে উল্লেখ করেছেন।

১৩৩. এটা অধিকাংশ ইমামের অভিমত। বর্ণিত রয়েছে, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুজন ইয়াহুদীকে যিনার শাস্তিস্বরূপ প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিলেন।" (আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* [কিতাবুল হুদূদ], হা. নংঃ ৩৮৫৬) তবে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক (রাহ.)-এর মতে বিবাহিত অমুসলিমের যিনার জন্য 'রাজম' (প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যার শাস্তি) প্রযোজ্য হবে না। তাঁদের দৃষ্টিতে- রাজম কার্যকর করার জন্য অপরাধীর মুসলিম হওয়া শর্ত। অনুরূপভাবে তাঁদের দৃষ্টিতে কোন বিবাহিত মুসলিম কোন অমুসলিম মহিলার সাথে ব্যভিচার করলেও মুসলিমের জন্য রাজমের দণ্ড প্রযোজ্য হবে না। কারণ রাজমের শাস্তি কার্যকর করার জন্য অপরাধীকে মুসলিম হবার পাশাপাশি 'মুহসান'ও হতে হবে। তাঁদের মতে 'মুহসান' হবার জন্য মুসলিম মহিলার সাথে বিয়ে হবার শর্ত রয়েছে। বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত কা'ব ইবনু মালিক (রাহ.) যখন জনৈকা ইয়াহুদী কিংবা খ্রিস্টান মহিলাকে বিয়ে করতে মনস্থ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)তাঁকে বললেন, "এ আশা ছেড়ে দাও। কেননা এ বিয়েতে তুমি 'মুহসান' হবে না।" (দারাকুতনী, *আস-সুনান,* হা.নংঃ ৩৩৪৫)

১৩৪. তা'যীর ঃ যে সেব অপরাধের জন্য শারী'আতে কোন সুনির্দিষ্ট শাস্তি নেই, সে সব অপরাধের শাস্তিকে তা'যীর বলা হয়। স্থান, কাল-অবস্থার নিরিখে কল্যাণের দাবি অনুপাতে এ ধরনের শাস্তির মাত্রা ও প্রকৃতি নির্ধারিত হবে।

হাদ্দ কার্যকর করার অন্যতম শর্ত হল অপবাদ আরোপিত ব্যক্তিকে মুসলিম হতে হবে।[১৩৫]

মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে যে কোন চোরের বেলায় চুরির হাদ্দ কার্যকর করা হবে। চাই যার সম্পদ চুরি করা হয়েছে সে মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম। তবে চুরিকৃত মাল মদ কিংবা শূকর হলে তার জন্য চুরির হাদ্দ কার্যকর করা যাবে না।

যদি অমুসলিমদের একটি দল মুসলিমদের থেকে আলাদা হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করে, তা হলে ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে তাদের কৃত চুক্তি ভেঙ্গে যাবে এবং তাদের নাগরিকত্ব বাতিল হয়ে যাবে।

খ. কিসাস[১৩৬] জাতীয় অপরাধের শাস্তি

ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে কিসাসের বিধান সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। যদি কোন মুসলিম কোন অমুসলিমকে কিংবা কোন অমুসলিম অপর কোন অমুসলিম অথবা কোন মুসলিমকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তা হলে হত্যাকারীর শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। এ ক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে কোন রূপ বৈষম্য করা যাবে না।[১৩৭] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে জনৈক মুসলিম এক অমুসলিমকে হত্যা করলে তিনি খুনীকে মৃত্যুদণ্ড দেন। তিনি বলেন, أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ - "যে অমুসলিম নাগরিক তার চুক্তি রক্ষা করবে, তার রক্তের বদলা নেয়ার দায়িত্ব আমারই।"[১৩৮] হযরত 'উমার (রা)-এর আমলে বাকর ইবন ওয়া'ইল গোত্রের এক ব্যক্তি জনৈক হীরাবাসী অমুসলিমকে হত্যা করে। তিনি খুনীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের হাতে সমর্পনের আদেশ দেন।[১৩৯]

---

১৩৫. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার,* খ.৩,পৃ.১৬৮; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী,* খ.৯,পৃ.২৭০

১৩৬. কিসাস হল অপরাধীর সাথে তার বাড়াবাড়ির অনুরূপ আচরণ করা। অর্থাৎ অপরাধী কোন ব্যক্তির যেই পরিমাণ দৈহিক ক্ষতি সাধন করবে তারও সে-ই পরিমাণ দৈহিক ক্ষতি সাধন করাই হচ্ছে কিসাস। অপরাধী তাকে হত্যা করলে প্রতিশোধ স্বরূপ সেও মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হবে এবং যখম করে থাকলে প্রতিশোধ স্বরূপ তাকেও যখম করা হবে।

১৩৭. এটা হানাফীগণের অভিমত। তবে শাফি'ঈ ও হাম্বালী স্কুলের ইমামগণের মতে- কোন অমুসলিমকে হত্যার জন্য মুসলিম থেকে কিসাস নেয়া যাবে না। তবে দিয়াত ওয়াজিব হবে। (আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত,* খ.২৬,পৃ.১৩১-২; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক,* খ.৮,পৃ.৩৩৭)

১৩৮. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ,* হা.নং: ২৭৪৬০; আল-বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা,* হা.নং: ১৫৬৯৯

১৩৯. সাধারণত কিসাস কার্যকর করার দায়িত্ব সরকারের ওপর বর্তায়। তবে নিহত ব্যক্তির অভিভাবক নিজ হাতে কাজটি সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করতে সক্ষম হলে এবং সরকার বা তার প্রতিনিধি তাকে এ কাজের উপযুক্ত মনে করলে তাকে নিজ হাতেই হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অনুমতি দিতে পারে। তবে এ কাজটি করতে হবে সরকার কর্তৃপক্ষীয় লোকের উপস্থিতিতে, যাতে সে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার বেলায় কোন রূপ বাড়াবাড়ি করতে না পারে। (ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী,* খ.৮,পৃ. ২৪৩-৪)

অতঃপর তাকে উত্তরাধিকারীদের হাতে সমর্পন করা হলে তারা তাকে হত্যা করে।"[১৪০]

তা ছাড়া ভুলবশত ও কারণবশত হত্যার ক্ষেত্রেও অমুসলিমদের জন্য মুসলিমদের মতো একই রূপ দিয়াতের বিধান প্রযোজ্য হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, دِيَةُ ذِمِّيٍّ دِيَةُ مُسْلِمٍ - "অমুসলিমের দিয়াত মুসলিমের দিয়াতের মতোই সমান।"[১৪১] তবে যে সকল হত্যার জন্য কাফফারা ওয়াজিব হয় এবং কাফফারার মধ্যে যেহেতু শাস্তির পাশাপাশি 'ইবাদাতের আমেজ মিশ্রিত থাকে, তাই এ বিধান অমুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য হবে না।

মানবদেহের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধের (যেমন- অঙ্গকর্তন, বিচ্ছিন্নকরণ, অকেজোকরণ ও ক্ষতিসাধন এবং বিভিন্ন আঘাত প্রভৃতি) ক্ষেত্রেও মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য কিসাস ও দিয়াতের বিধান সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।[১৪২]

গ. সাধারণ অপরাধের শাস্তি

যে কোন অমুসলিমের সাধারণ অপরাধের জন্য বিচারক অপরাধীর অবস্থা এবং অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা বিচার-বিশ্লেষণ করে যে কোন রূপ উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য একই রূপ বিধান সমানভাবে কার্যকর করা হবে। তাদের মধ্যে কোন রূপ বৈষম্য সৃষ্টি করা চলবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ - "এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনো ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করবে না। সুবিচার করবে। এটাই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।"[১৪৩]

পাবলিক কোর্টে বিচার ঃ

মুসলিমদের মতোই অমুসলিমরাও রাষ্ট্রের ইসলামী আদালতে বিচার দায়ের করবে এবং তা মেনে চলবে। তবে অমুসলিমদের জন্য পৃথক বিচারালয় তৈরি, বিশেষ করে তাদের নিজস্ব পারিবারিক আইনের জন্য পৃথক বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং সেখানে অমুসলিম বিচারক কর্তৃক তাদের অপরাধ ও দাবী-দাওয়াসমূহের বিচারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ইসলামী আদালতে বিচার দায়ের হলে মুসলিম বিচারক কর্তৃক তাদের বিবাদের ফায়সালা করা ওয়াজিব হবে এবং তিনি ইসলামী আইন অনুযায়ী ফায়সালা করবেন।

---

১৪০. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, হা.নং: ২৭৪৭০; আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, হা.নং: ১৫৭০৬

১৪১. আল বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ.৮,পৃ.১০২

১৪২. এটা হানাফীগণের অভিমত। তবে শাফি'ঈ ও হাম্বালী ইমামগণের মতে- কোন অমুসলিমের অঙ্গের ক্ষতিসাধনের জন্য মুসলিম থেকে কিসাস নেয়া যাবে না। তবে কোন মুসলিমের অঙ্গের ক্ষতিসাধনের জন্য অমুসলিম থেকে কিসাস নেয়া হবে। মালিকীগণের মতে- মানবদেহের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধের বেলায় অপরাধী কিংবা আক্রান্ত যে কোন একজন অমুসলিম হলে কিসাসের বিধান প্রযোজ্য হবে না। তবে অমুসলিমরা পরস্পর একে অপরের দেহের বিরুদ্ধে অপরাধ করলে, তা হলে কিসাসযোগ্য অপরাধের বেলায় সর্বসম্মতভাবে কিসাসের বিধান প্রযোজ্য হবে।

১৪৩. আল-কুর'আন, ৫ (সূরাতুল মা'ইদাহ) ঃ ৮

অন্য আইনে ফায়সালা করা তাঁর জন্য বৈধ হবে না। চাই বাদী-বিবাদী দুজনেই অমুসলিম হোক কিংবা একজন অমুসলিম এবং অপরজন মুসলিম হোক।[১৪৪] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ.

"আর আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করুন। তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন, যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি নাযিল করেছেন।"[১৪৫]

অমুসলিমদের নাগরিকত্ব নষ্টের কারণ ঃ

অমুসলিম নাগরিকদের নাগরিক মর্যাদা রক্ষা করা এবং তাদের অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা ইসলামী রাষ্ট্রের একান্ত দায়িত্ব। তারা যত বড় অপরাধই করুক, এ জন্য তাদের নাগরিকত্ব বাতিল হবে না। এমন কি জিয্ইয়া বন্ধ করে দিলে, কোন মুসলিমকে হত্যা করলে, কোন মুসলিম নারীকে ধর্ষণ করলে এবং ইসলাম, মুসলিম, আল্লাহ ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে আপত্তিকর ও অশোভনীয় মন্তব্য করলেও তাদের নাগরিকত্ব বাতিল হবে না। এ সব অপরাধের জন্য তাকে অবশ্যই শাস্তি দেয়া হবে।

তবে নিম্নের দুটি অবস্থায় তাদের নাগরিকত্ব বাতিল হয়ে যায়।

প্রথমত যদি সে ইসলামী রাষ্ট্র থেকে চলে গিয়ে শত্রুদেশে গিয়ে বসবাস শুরু করে।

দ্বিতীয়ত যদি সে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহে লিপ্ত হয়ে দেশে অরাজকতার সৃষ্টি করে। অধিকাংশ ইমামের মতে- অমুসলিমরা চুক্তি মত জিয্ইয়া আদায় করা থেকে বিরত থাকলে তাদের নাগরিক চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। তবে হানাফীগণের মতে- এ অবস্থায়ও তাদের নাগরিকত্ব বাতিল হবে না। কেননা এ রূপ অবস্থায় আর্থিক অনটন ও অভাবের কারণে সে জিয্ইয়া আদায় করতে পারছে না, এ ধরনের আশঙ্কা থাকতেই পারে। আর এ রূপ সন্দেহজনক অবস্থায় কারো নাগরিকত্ব বাতিল করা ন্যায়-নীতি বিরোধী হবে।[১৪৬]

অমুসলিমদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মহানুভবতা ঃ

অমুসলিমদের প্রতি মহানুভবতা ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনের অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তিনি মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষের সাথে সমান আচরণ করতেন। সবারই অধিকারের নিশ্চয়তার বিধান রয়েছে তাঁর

---

১৪৪. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.৭ পৃ. ১৩৭

১৪৫. আল-কুর'আন, ৫ (সূরাতুল মা'ইদাহ) ঃ ৪৯

১৪৬. আল-কাসানী, *বাদা'ই*, খ.৭,পৃ.১১৩; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫.পৃ.১২৪-৭; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯ পৃ.২৮৩

জীবনাদর্শে। তিনি একই রাষ্ট্রে অমুসলিমদের সাথে পারস্পরিক সৌহার্দ ও সম্প্রীতির সাথে বসবাস করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তিনি জোরপূর্বক কোন অমুসলিমের প্রতি তাঁর প্রচারিত ধর্ম চাপিয়ে দেন নি এবং কারো সংস্কৃতিকে ইসলামী সংস্কৃতি দ্বারা গ্রাস করাবার নীতিও অবলম্বন করেন নি। তিনি কোনদিনও ব্যক্তিগত কারণে কোন অমুসলিমের অপরাধের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। তিনি আপন প্রাণের শত্রুকেও ক্ষমা করে দিতেন। তাঁর ক্ষমা, মার্জনা ও মহানুভবতার চারিত্রিক গুণটিই ইসলাম প্রচারে সর্বাধিক অবদান রেখেছে। নিম্নে অমুসলিমদের অধিকার সংরক্ষণ এবং তাদের প্রতি তাঁর মহানুভবতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল ঃ

ক. শত্রুদের প্রতি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ক্ষমা ও মহানুভবতা

শত্রুদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ক্ষমা ও মহানুভবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে, মক্কা বিজয়ের পর মক্কাবাসী অমুসলিমদের প্রতি তাঁর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা। শান্তিপূর্ণভাবে মক্কা বিজয় শেষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘোষণা করলেন, "মুসলিমদের পরিত্যক্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ফেরত নেওয়া হবে না; বরং তা সকল অমুসলিম দখলদারের দখলেই থাকবে।" এমনকি তিনি নিজের বাসস্থানটিও পুনঃগ্রহণ করেন নি। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কার সবাইকে বাইতুল্লাহ শারীফে সমবেত হবার জন্য ঘোষণা দিলেন। সবাই সমবেত হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অমুসলিম মক্কাবাসীদের লক্ষ্য করে তাদের বিগত বিশ বছরের ইসলামের সাথে চরম শত্রুতামূলক আচরণের বর্ণনা দিয়ে জানতে চাইলেন,؟ مَا تَرَوْنَ أَنِّي فَاعِلٌ فِيْكُمْ - "এখন তোমরা আমরা নিকট কি রূপ আচরণ আশা কর?" তখন তারা লজ্জায় শুধু এতটুকু বলল, خَيْرًا ، أَخٌ كَرِيْمٌ ابْنُ أَخٍ كَرِيْمٍ. -"আমরা আপনার নিকট ভাল আচরণই আশা করি। আপনি তো আমাদের একজন মহানুভব ভাই, একজন বড়ই মহানুভব ভাইয়ের সন্তান।" এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে ঐতিহাসিক প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন, যা হযরত ইউসূফ ('আলাইহিস সালাম) স্বীয় অপরাধী ভাইদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ. اذْهَبُوْا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ. "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু। যাও! তোমরা মুক্ত।"[১৪৭]

শত্রুদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ক্ষমা ও মহানুভবতার আরেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে- ইয়ামামাহর হানীফা গোত্রের সর্দার ছুমামাহ ইবনু উছাল (রা)-এর প্রতি কৃত আচরণ। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও মুসলিমদের প্রাণের শত্রু ছিলেন। এ সময় তিনি কয়েকজন

---

১৪৭. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ,* খ.৪,পৃ.৬১; কাদী 'ইয়াদ, *আশ-শিফা,* খ.১,পৃ.১১০

সাহাবীকে হাতের নাগালে পেয়ে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে হত্যা করেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে হত্যার অনুমতিও দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি যখন মুসলিমদের হাতে বন্দী হন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সবাইকে তাঁর সাথে ভাল আচরণ করার নির্দেশ দেন। সে সময় বাড়িতে যা খাবার ছিল তিনি তা একত্রিত করে তাঁর সামনে পরিবেশন করেন। তারপর সকাল-সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উট দোহন করে তার দুধ ছুমামাহর নিকট পাঠিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। অবশেষে কোনরূপ শাস্তি ছাড়াই তাকে মুক্ত করে দেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ আচরণে তিনি মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

খ. হাদিয়া আদান-প্রদান

মানবিক ও সামাজিক আচার-আচরণের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে তারতম্য করতেন না। তিনি অমুসলিমদের উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করতেন এবং নিজেও তাদের উপহার দিতেন। বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কায় আবূ সুফইয়ান (রা)-এর নিকট (মাদীনা মুনাওয়ারার উৎকৃষ্ট জাতের খেজুর) 'আজওয়া হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন। তখনও তিনি (আবু সুফইয়ান) ইসলাম গ্রহণ করেননি।[১৪৮] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ মহানুভবতার ফলেই খাইবারের ইয়াহূদী সর্দার সাল্লাম ইবন মিশকামের স্ত্রী যায়নাব বিনতুল হারিছ তাঁকে বিষ মিশ্রিত গোশত খাওয়াতে সক্ষম হয়। বিশর ইবনুল বারা' (রা) নামক এক সাহাবী তা খাওয়ার ফলে প্রাণও হারান।[১৪৯]

গ. কুশলাদি জানা ও দেখা সাক্ষাত করা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অমুসলিমদের খোঁজ-খবর নিতেন, অসুস্থ হলে রোগ শয্যায় গিয়ে কুশল জিজ্ঞেস করতেন এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানাতেন।[১৫০] কোন অমুসলিম যদি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁর সেবা করতে চাইত, তবে তিনি তাকে বাধা দিতেন না। এ সুযোগে কোন কোন ইয়াহূদী তাঁর সাথে অশোভন আচরণ করত; কিন্তু তিনি সর্বদাই তাদের ক্ষমা করতেন। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ইয়াহূদী বালক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সেবা করতেন। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে দেখতে গিয়েছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন।"[১৫১]

---

১৪৮. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.১২, পৃ.১৯৮

১৪৯. আল বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল হিবাহ), হা.নং: ২৪২৪; ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *যাদুল মা'আদ*, খ.৩,পৃ.২৯৭

১৫০. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং : ১৭৬৫

১৫১. আল বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল মরদা), হা.নং : ৫৬৫৭

ঘ. আতিথেয়তা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অমুসলিমদের মেহমানদারী করতে কখনো অনীহা বোধ করেননি। তাঁর নিকট প্রায়ই অমুসলিম মেহমানদের আগমন ঘটত। তারা অনেক সময় প্রচুর পরিমাণ আহার গ্রহণ করত। একবার এক অমুসলিম সাতটি বকরীর দুধ পান করেছিল।[১৫২] অমুসলিম মেহমানদের আদর-যত্নে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন ত্রুটি করতেন না। তিনি নিজ হাতে তাদের খাওয়া পরিবেশ করতেন। তাঁর মেহমানদারী ও উদারতায় মুগ্ধ হয়ে বহু অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন । কোন কোন সময় অমুসলিম মেহমান মজলিসের শিষ্টাচার ভঙ্গ করত; কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)তাদেরকে ক্ষমা করতেন।

ঙ. বেচাকেনা ও লেনদেন করা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অমুসলিমদের সাথে বেচাকেনা ও লেনদেন করতেন। হযরত 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যুর সময় তাঁর লৌহবর্মটি ৩০ সা' যবের পরিবর্তে এক ইয়াহুদীর কাছে বন্ধক ছিল।"[১৫৩]

চ. অমুসলিমদের অধিকার আদায়ের নির্দেশ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন হাদীসে মুসলিমদেরকে অমুসলিমদের অধিকারসমূহ যথাযথরূপে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের প্রতি অবিচার করল কিংবা তার অধিকার ক্ষুণ্ন করল বা তাকে তার সাধ্যের বাইরে কষ্ট দিল অথবা তার সন্তুষ্টি ছাড়াই কোন কিছু তার কাছ থেকে কেড়ে নিল, এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিয়ামাতের দিন (আল্লাহর দরবারে) আমি নিজেই ফরিয়াদী হবো।"[১৫৪] অন্য হাদীসে তিনি তাদের রক্তের পবিত্রতা নষ্টকারীদের কঠোর ভাষায় সতর্ক করে বলেছেন,

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

"যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বৎসরের দূরত্ব থেকে অনুভব করা যায়।"[১৫৫]

---

১৫২. তিরমিযী, *আল-জামি'*, (কিতাবুল আত'ইমাহ), হা.নং : ১৭৪১
১৫৩. সহীহ বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং : ৪৪৬৭
১৫৪. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং : ২৬৫৪
১৫৫. সহীহ বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল জিয্ইয়া..), হা. নং: ৩১৬৬

ছ. অমুসলিমদের সাথে সম্ভাব প্রতিষ্ঠার নির্দেশ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন হাদীসে মুসলিমদেরকে অমুসলিমদের সাথে সম্ভাব প্রতিষ্ঠার ও সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী অমুসলিম হলেও তাদের সাথে সামাজিক সম্ভাব রক্ষা করে চলতে হবে। হযরত আসমা' বিনত আবী বাকর (রা)কে রাসূলুল্লাহ নির্দেশ দেন, صِلِي أُمَّكِ.- "তুমি তোমার মায়ের সাথে সম্ভাব রাখবে।"[১৫৬] হযরত মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) নিকট বসা ছিলাম। পাশে তাঁর এক গোলাম বকরীর চামড়া খসিয়ে চলছিল। তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "চামড়া খসানো শেষ হবার পর সর্বপ্রথম আমার ইয়াহুদী প্রতিবেশীকে দিয়ে বন্টন শুরু করো। তখন উপস্থিতদের একজন আশ্চর্য হয়ে বলে ওঠল, ইয়াহুদী! আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করুন! তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে প্রতিবেশীর ব্যাপারে এভাবেই অসিয়ত করতে শুনেছি যে, আমার তো মনে হয়েছিল যে, তিনি প্রতিবেশীকে না জানি ওয়ারিছ বানিয়ে দেন।"[১৫৭]

জ. অমুসলিমদের আর্থিক সহযোগিতা দান

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অমুসলিমদের বিপদাপদে ও অভাব-অনটনের সময় তাদেরকে আর্থিক সহযোগিতাও করতেন। বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা শারীফে দুর্ভিক্ষের সময় সেখানকার দরিদ্র ও অভাবীদের নিকট বিতরণের জন্য পাঁচশত দীনার পাঠিয়েছিলেন।[১৫৮]

অমুসলিমদের অধিকার সংরক্ষণে মুসলিম শাসকগণের ভূমিকা ঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর তাঁর সত্যনিষ্ঠ খালীফাগণ অমুসলিমদের অধিকার আদায়ের প্রতি যত্নবান ছিলেন। তাঁরাও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মত ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের সাথে পারস্পরিক সৌহার্দ ও সম্প্রীতির সাথে বসবাস করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তাঁরা অমুসলিম অধিবাসীদের অধিকার ও স্বাধীনতা এভাবেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে, মানবেতিহাসে তার নজীর অভূতপূর্ব।

হযরত আবূ বাকর (রা) অমুসলিমদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে খুব বেশি সচেতন ছিলেন। একবার তিনি জানতে পারলেন, ইয়ামামার গভর্ণর মুহাজির ইবনু আবী উমাইয়্যাহ মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য প্রচারণা চালানোর অভিযোগে জনৈকা অমুসলিম মহিলার হাত কর্তন করেছেন এবং দাঁত উপড়ে ফেলেছেন, তখন হযরত আবূ বাকর (রা) তাঁকে ভর্ৎসনা করে পত্র লিখেন,

---

১৫৬. সহীহ বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল হিবাহ), হা. নংঃ ২৬২০
১৫৭. সহীহ বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, হা.নংঃ ১২৮
১৫৮. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.১২, পৃ.১৯৮

أَمَّا بَعْدُ فإِنَّهُ بَلَغَنِيْ أَنَّكَ قَطَعْتَ يَدَ امْرَأَةٍ فِيْ أَنْ تَغَنَّتْ بِهِجَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ وَنَزَعَتْ ثَنِيَّتَهَا فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَدَّعِيْ الإِسْلَامَ فَأَدَبٌ وَتَقْدِمَةٌ دُوْنَ الْمُثْلَةِ وَإِنْ كَانَتْ ذِمِّيَّةً فَلَعَمْرِيْ لَمَا صَفَحْتُ عَنْهُ مِنَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ.

"আমার কাছে খবর পৌঁছেছে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করার কারণে তুমি এক মহিলার হাত কর্তন করেছ এবং দাঁত উপড়ে ফেলেছ। এ কাজ মোটেই ঠিক হয়নি। কারণ সে মুসলিম দলভুক্ত হলে তাকে সতর্কীকরণই যথেষ্ট ছিল। আর যিম্মীগণ তো শিরকে লিপ্ত হয়ে স্বয়ং আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করছে। তবু আমরা তাদের এ রাষ্ট্রে বাস করতে দিয়েছি। এমতাবস্থায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রচারণা ভয়ানক কোন অপরাধ নয়।" সর্বশেষ তিনি এটাও লিখেন যে, .وَلَوْ كُنْتَ تَقَدَّمْتَ إِلَيْكَ فِيْ مِثْلِ هذَا لَبَلَغْتَ مَكْرُوْهًا - "তোমার এই অন্যায় যেহেতু প্রথম, তাই এবারের মতো মার্জনা করা হল। নতুবা এর জন্য তোমাকে কঠোর সাজা ভোগ করতে হত।"[১৫৯]

হযরত 'উমার (রা) তাঁর গভর্ণরদেরকে অমুসলিম নাগরিকদের অঙ্গিকার পূরণ করতে, তাদেরকে রক্ষার জন্য লড়াই করতে এবং তাদের ওপর সাধ্যের বাইরে কিছ না চাপাতে নির্দেশ দেন।"[১৬০] জেরুসালেম যখন খালীফা উমার (রা)-এর কাছে আত্মসমর্পন করে, তখন এ বিজিত নগরীর অধিবাসীদের ধর্ম ও সম্পদ তাদের হাতেই ছিল এবং তাদের উপাসনার স্বাধীনতাও অক্ষুণ্ন ছিল। খ্রিস্টানদের এবং তাদের প্রধান যাজক ও তার অনুসারীদের বসবাসের জন্য নগরের একটি এলাকা ছেড়ে দেয়া হল। বিজয়ী মুসলিমরা এ পবিত্র নগরীতে তাদের তীর্থ যাত্রার অধিকার খর্ব তো করলই না; বরং উৎসাহিত করল। ৪৬০ বছর পর জেরুসালেম ইউরোপের খ্রিস্টীয় ধর্মযোদ্ধাদের মাধ্যমে খ্রিস্ট শাসনে চলে গেলে প্রাচ্যের খ্রিস্টানরা সদাশয় খালীফাদের শাসনের অবসানে অনুশোচনাই করেছিল। গ্রীস থেকে ওক্সাস পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডের অধিবাসী পার্সীরা তাদের আবহমান কালের ধর্মবিশ্বাস ছেড়ে মুসলিম বিজয়ীদের ধর্মগ্রহণ করেছিল এবং আফ্রিকার আলেকজান্দ্রিয়া থেকে কার্থেজ পর্যন্ত অঞ্চলে ইসলাম পৌছার সাথে সাথে খ্রিস্টান ধর্ম একেবারে বিলীন হয়ে যায়। এ বিশাল এলাকা জুড়ে এ ধর্মবিপ্লবের কারণ নতুন ধর্মে সহনশীলতার অভাব নয়; পুরাতন ধর্মবিশ্বাসের জীর্ণদশা আর চরম বিশৃঙ্খলার পরিণতি। ইসলামের দীর্ঘ ইতিহাসে কোথাও কোন অমুসলিমকে স্বধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য জোর করা হয়েছে- এ ধরনের কোন নজীর নেই। টমাস আর্নল্ড বলেছেন, "অমুসলিমদেরদেরকে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণ করবার কোন প্রচেষ্টা কিংবা খ্রিস্টান ধর্ম নির্মূল করবার উদ্দেশ্যে কোন নির্যাতনের কথা আমি শুনিনি।"[১৬১] ঐতিহাসিক ফিনলে বলেন, "যেখানে আরবরা কোন খ্রিস্টান দেশ জয় করেছে সব ক্ষেত্রে

---

১৫৯. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২, পৃ.৫৫০

১৬০. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল জানা'ইয), হা.নং : ১৩৯২

১৬১. আর্নল্ড, *এবযব চ্বেধধপযরহম ড়ভ ওংষধস* (অনু.: আদ-দা'ওয়াতু ইলাল ইসলাম), পৃ.৯৯

ইতিহাস প্রমাণ করে যে, বিজিত দেশের জনগণ ইসলামের দ্রুত প্রসারের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। দুঃখজনক যে, অধিকাংশ খ্রিস্টান সরকারের শাসনব্যবস্থা বিজয়ী আরবদের চেয়ে দুর্বিষহ ছিল। সিরিয়ার জনগণ মুহাম্মাদের অনুসারীদের স্বাগত জানালো। মিশরীয় খ্রিস্টানরা তাদের দেশ 'আরবদের অধীনে নিয়ে যেতে যথেষ্ট সাহায্য করল। আর আফ্রিকার খ্রিস্টান বার্বাররা তো মুসলিমদের আফ্রিকা বিজয়ে অংশগ্রহণই করেছিল। কনস্টানটিনোপল সরকারের বিরুদ্ধে এ দেশগুলোর তীব্র ঘৃণার জন্য তারা মুসলিম শাসককে বরণ করে নিল।"[১৬২]

এ কথা অনস্বীকার্য যে, পরবর্তী রাজতন্ত্রের যুগে অমুসলিমরা অনেক জায়গায় যুলম ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। তবে যখনই কোথাও অমুসলিমদের সাথে অবিচার করা হয়েছে, তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে, তখন মুসলিম মনীষীগণ সর্বাগ্রে মাযলূম অমুসলিমদের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন।

বর্ণিত রয়েছে যে, উমাইয়্যাহ শাসক ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিক দামেস্কের ইউহান্না গীর্জা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে মাসজিদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। হযরত 'উমার ইবন আবদিল 'আযীয (রহ.) ক্ষমতায় এলে খ্রিস্টানরা এ ব্যাপারে তাঁর কাছে অভিযোগ দায়ের করল। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে লিখে পাঠালেন, মাসজিদের যে টুকু অংশ গীর্জার জায়গার ওপর নির্মাণ করা হয়েছে, তা ভেঙ্গে খ্রিস্টানদের হাতে সোপর্দ করে দাও।[১৬৩]

অপর একজন অমুসলিম একদিন খালীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ.)-এর দরবারে আপীল করে যে, 'আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ অন্যায়ভাবে তার ভূমি দখল করে রেখেছে। খালীফা 'আব্বাসকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন : "এ অমুসলিম ব্যক্তির দাবীর ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি? আব্বাস জবাব দিল, "আমার পিতা ওয়ালীদ এ ভূমি আমার জায়গীরদারীতে অর্পণ করেছেন।" এ কথা শুনে অমুসলিম ব্যক্তিটি বলল, "আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করুন।" খালীফা বললেন, "আব্বাস! আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী অমুসলিমদের ভূমি জবর দখল করে তাতে কাউকে জায়গীরদারী দেয়া যায় না।" 'আব্বাস বললো, "আপনার কথা সত্য; কিন্তু আমার নিকট খালীফা ওয়ালীদের প্রমাণপত্র রয়েছে। আপনার পূর্বের একজন খালীফার ফরমান রদ করার কী অধিকার আপনার আছে?" খালীফা জবাব দিলেন,

نَعَمْ ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ مِنْ كِتَابِ الْوَلِيْدِ، قُمْ فَارْدُدْ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ.

"ওয়ালীদের প্রমাণপত্রের চাইতে আল্লাহর কিতাব অনেক উর্ধ্বে। ভূমি এ অমুসলিমকে ফেরত দিয়ে দাও।"[১৬৪]

---

১৬২. নাজির, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯৮ (Finlay-এর *Histoty of the Byzantine Empire* গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত)

১৬৩. আল-বালাযূরী, *ফুতূহুল বুলদান*, খ.১,পৃ.১৪৯

১৬৪. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৯, পৃ. ২১৩

ইমাম আবূ ইউসূফ (রাহ.) 'আব্বাসীয় খালীফা হারূনুর রাশীদকে অসিয়ত করেন, "অমুসলিম নাগরিকদের সাথে সদয় আচরণ করবেন, তাদের খোঁজ-খবর নেবেন, যাতে তারা কোন রূপ অন্যায়-অবিচারের সম্মুখীন না হয়, কষ্টে পড়ে না যায়, সাধ্যের বাইরে তাঁদের ওপর যেন কোন বোঝা চাপানো না হয় এবং অন্যায়ভাবে তাদের থেকে কোন সম্পদ যেন গ্রহণ করা না হয়।"[১৬৫]

অমুসলিম গবেষক ও চিন্তাবিদদের মতামত ঃ

ক. ইসলামের প্রাথমিক কালে শামের খ্রিস্টানরা হযরত আবূ 'উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রা)কে উদ্দেশ্য করে লিখেন,

يَا مَعْشَرُ الْمُسْلِمِيْنَ اَنْتُمْ اَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَ الرُّوْمِ وإِنْ كَانُوْا عَلَى دِيْنِنا اَنْتُمْ اَوْفَى لَنَا واَرْاَفُ بِنَا واَكَفُّ عَنْ ظُلْمِنَا واَحْسَنُ وَلاَيَةِ عَلَيْنَا.

"হে মুসলিম সম্প্রদায়! তোমরা আমাদের কাছে রোমানদের চাইতে অধিকতর প্রিয়, যদিও তারা আমাদের স্বধর্মী। কেননা তোমরা অধিকতর অঙ্গিকার রক্ষাকারী, দয়ালু, যুলম প্রতিহতকারী এবং আমাদের উত্তম শাসক।"[১৬৬]

খ. বিশিষ্ট ঐতিহাসিক টমাস আর্নল্ড বলেন, "খ্রিস্টানরা মুসলিম সমাজে ধর্মীয় স্বাধীনতার মত জীবন ও ধন-সম্পদের পূর্ণ নিরাপত্তা ভোগ করত। বিশেষ করে খিলাফাতের প্রাথমিক কালে শহরগুলোতে তারা সুখ-সাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাপন করত।" তিনি আরো বলেন, "আমরা যখন প্রাথমিক যুগে খ্রিস্টান প্রজাদের প্রতি মুসলিম সরকারের এমন বিস্ময়কর ন্যায়বিচার ও ধর্মীয় উদারতা দেখতে পাই, তখন দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তরবারির জোরে ইসলামের প্রচার ও প্রসার সম্পর্কে যে প্রচারণা চালানো হয় তা আদৌ বিশ্বাস ও ভ্রুক্ষেপ করার যোগ্য নয়।"[১৬৭]

গ. প্রখ্যাত জার্মান লেখিকা হঙ্গ বলেন, " 'আরবরা বিজিত জাতিগুলোকে ইসলাম গ্রহণ করতে চাপ দেয়নি। অথচ যে সব খ্রিস্টান, যরথুস্ত্রী ও ইয়াহুদীরা ইসলাম পূর্বকালে জঘন্যতর ও ঘৃণ্যতম ধর্মীয় গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতার নিগড়ে আবদ্ধ ছিল, ইসলাম তাদের সকলকে কোন বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই তাদের নিজ নিজ ধর্ম-কর্ম পালনের স্বাধীনতা দান করে। অধিকন্তু মুসলিমরা তাদের উপাসনালয়, গীর্জা, আশ্রমগুলোর কোনরূপ ক্ষতিসাধন করেনি। দুনিয়ার ইতিহাস এ জাতীয় আচরণ ও মহানুভবতা দেখেনি।... নতুন মুসলিম শাসক ও নৃপতিগণ বিজিত জাতিসমূহের কাজ-কারবারে

---

১৬৫. আবূ ইউসূফ, *কিতাবুল খারাজ*, পৃ.৭১
১৬৬. আল-বালাযূরী, *ফুতূহুল বুলদান*, খ.১, পৃ.১৩৯; আর্নল্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৩
১৬৭. আর্নল্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৮১

কোন রূপ হস্তক্ষেপ করেনি।" খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রধান খ্রিস্টান ধর্মযাজক কনস্টান্টিনোপলের প্রধান ধর্মযাজককে 'আরবদের সম্পর্কে লিখেন, "তারা ন্যায় বিচারক। তারা কখনো কোন রূপ অবিচার করে না এবং আমাদের সাথে কোন ধরনের রূঢ় ও কঠোর আচরণ করে না।"[১৬৮]

ঘ. গুস্তাব লা বন বলেন, "প্রকৃত পক্ষে 'আরবদের মত দয়ালু ও মহানুভব বিজেতা জাতি এবং তাদের ধর্মের মতো উদার প্রকৃতির কোন ধর্ম সম্পর্কে পৃথিবীবাসী অবহিত নয়।"[১৬৯] তিনি অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের আচরণ প্রসঙ্গে বলেন, "আরব স্পেনরা মহান উদারতা ছাড়াও অনুপম সাহসিকতা ও শৌর্য-বীর্যের অধিকারী ছিল। তারা দুর্বলদের প্রতি দয়া করত, বিজিতদের সাথে সদয় আচরণ করত এবং তাদের শর্তগুলো মেনে চলত। এ সকল গুণ পরবর্তীকালে খ্রিস্টান জাতিগুলো তাদের থেকেই গ্রহণ করেছিল।"[১৭০]

ঙ. ফরাসী সাংবাদিক হেনরী ডি শ্যামবু বলেন, "শার্ল মার্টিলের বাহিনী যদি ফ্রান্সে আরব মুসলিমদের ওপর বিজয় লাভ না করত, তা হলে আমাদের দেশ মধ্যযুগে তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়ত না, বড় বড় দুর্যোগের সম্মুখীন হত না এবং চরম ধর্মীয় সংকীর্ণতার কারণে চরম নিধনযজ্ঞ সংঘটিত হত না। যদি বোয়াটিয়ায় মুসলিমদের ওপর বর্বরোচিত বিজয় সংঘটিত না হত, তা হলে স্পেন সর্বদা ইসলামের মহান উদারতা দেখতে পেত এবং তদন্ত বিভাগের লজ্জাকর কলঙ্ক থেকে রেহাই পেত। তদুপরি আট শতাব্দী কাল ধরে সভ্যতার অগ্রযাত্রা পিছিয়ে পড়ত না। আমাদের সে বিজয় সম্পর্কে আমাদের আবেগ-অনুভূতি যা-ই হোক না কেন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-কলা তথা আমাদের সভ্যতার সব কিছুর জন্য আমরা মুসলিমদের কাছে ঋণী এবং এ কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, যে সময় আমরা চরম অসভ্য ও মূর্খ ছিলাম তখন তারা ছিল মানব সভ্যতার অনুপম দৃষ্টান্ত।"[১৭১]

চ. প্রাচ্যবিদ ডোজি বলেন, "অমুসলিমদের প্রতি মুসলিমদের উদারতা ও সদয় আচরণ তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। তারা ইসলামের মধ্যে এমন সরলতা ও উদারতা দেখতে পেয়েছে, যা তারা তাদের পূর্ববর্তী ধর্মসমূহে কখনো দেখতে পায়নি।"[১৭২]

---

১৬৮. হুঙ্গ, *শামসুল আরব তাছতা'উ 'আলাল গারব*, পৃ. ৩৬৪

১৬৯. Le Bon, Dr. Gustave, *La Civilisation des Arabes*, (অনু. *হাদারাতুল আরব)* , পৃ. ৭২০

১৭০. *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৪৪

১৭১. 'আবদুর রহমান পাশা, *সুওয়ারুন মিন হায়াতিত তাবি'ঈন*, পৃ. ৪২০

১৭২. তাওফীক সুলতান, *তারীখু আহলিয যিম্মাহ ফিল 'ইরাক*, পৃ.৭০ (ডোজির *নযরাত ফী তারীখিল ইসলাম* (পৃ.৪১১) থেকে সংগৃহীত)

ছ. প্রাচ্যবিদ বারটোল্ড বলেন, "মুসলিম শাসনামলের সময় খ্রিস্টানদের অবস্থা ছিল সর্বোত্তম। মুসলিমরা ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মানবিক মূল্যবোধ ও উদারতার নীতি মেনে চলত।"[১৭৩]

জ. প্রাচ্যবিদ ডিওর‍্যান্ট বলেন, "অমুসলিম খ্রিস্টান, যরথুস্ত্রী, ইয়াহুদী ও সাবীরা উমাইয়্যাহ খিলাফাতের সময় এ ধরনের স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করত, যার নজীর সে সময়ে আমরা খ্রিস্টান রাজ্যগুলোতে দেখতে পাইনি।"[১৭৪]

ঝ. আধুনিক কালের প্রখ্যাত আমেরিকান লেখক এ্যান্ড্রু পিটারসন বলেন, "ইসলামের নামে কঠোরতা প্রদর্শনের কোন স্থান প্রকৃত ইসলামে তো নেই; বরং তা শান্তির পতাকাবাহী ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।"[১৭৫]

ঞ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা লেখক মি. ড্রেপার বলেন, "খালীফাদের শাসনামলে খ্রিস্টান ও ইয়াহুদী পণ্ডিতদের শুধু মুখে মুখেই সম্মান করা হয়নি; তাদেরকে বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং বড় বড় সরকারী দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।"[১৭৬]

ট. বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মি. উইলস ইসলামী শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, "ইসলামী শিক্ষা পৃথিবীতে ন্যায়বিচার ও ভদ্রজনোচিত কর্মপদ্ধতির অত্যন্ত চমকপ্রদ ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করেছে। সমাজে সদাচার ও উদারতার মনোভাব চালু করেছে। এ শিক্ষা অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের মানবতার কার্যোপযোগী শিক্ষা। এ শিক্ষা এমন সমাজ গড়ে তুলেছে, যেখানে তার পূর্ববর্তী যে কোন সমাজের তুলনায় নিষ্ঠুরতা ও যুলম ন্যূনতম মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়েছে। ইসলাম আসলে নম্রতা, সহনশীলতা, সুন্দর আচরণ ও সৌভ্রাতৃত্বের বলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"[১৭৭]

ঠ. প্রখ্যাত ওলন্দাজ সমালোচক দাখুই মুসলিম শাসকদের প্রতি হযরত আবূ বাকর (রা)-এর হিদায়াতের প্রশংসা করে বলেন, "প্রকৃত পক্ষে সিরিয়ার লোকজন 'আরবদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। আর এটা হওয়াই অনিবার্য ছিল। কেননা 'আরবরা বিজিত এলাকার জনসাধারণের সাথে যে ব্যবহার করেছে তার সাথে যদি সেখানকার পূর্ববর্তী শাসকদের নীতিহীন যুলমের তুলনা করা হয়, তা হলে আসমান-যমীন ফারাক পরিলক্ষিত হবে। সিরিয়ার যে সমস্ত খ্রিস্টান কালসী ডন (Chalce Don)কে মানত না, রোম সম্রাটের নির্দেশে তাদের নাক, কান কর্তন করা হত, ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে দেয়া হত। অথচ আরবের নতুন শাসকরা হযরত

---

১৭৩. তাওফীক সুলতান, *তারীখু আহলিয যিম্মাহ ফিল 'ইরাক*, পৃ.১৪০ (বারটোল্ডের *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যাহ* (পৃ.১৯) থেকে সংগৃহীত)
১৭৪. ডিওর‍্যান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ.১৩,পৃ. ১৩০
১৭৫. ফিগুলি, *লা সুকূতা বা'দাল ইয়াওমি*, পৃ.৯১
১৭৬. নাজির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১০
১৭৭. নাজির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১০-২১১

আবূ বাকর (রা)-এর হিদায়াত অনুযায়ী স্থানীয় বাসিন্দাদের মন-প্রাণ কেড়ে নিয়েছিলেন। তাঁরা নিজেদের কথা ও প্রতিশ্রুতির মূল্য দিতেন।...[১৭৮]

উপসংহার

ইসলাম শান্তি ও মানবতার প্রতীক। শ্রেণী ও বর্ণ বৈষম্যহীন একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠাই ইসলামের উদ্দেশ্য। অন্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীর প্রতি সহনশীলতা হচ্ছে এর অনন্য বৈশিষ্ট্য। মাদীনার নবজাত ইসলামী রাষ্ট্রে ইয়াহুদী ও পৌত্তলিক আর অপর দিকে মুসলিম জাতির মধ্যে সম্পাদিত মৈত্রী চুক্তিটি ছিল ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অতঃপর ইসলাম যখন আরবের গণ্ডি পেরিয়ে বহিঃরাষ্ট্রে ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করছিল তখনও শাসকদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, কোন অবস্থাতেই যেন অমুসলিমদের অধিকার ক্ষুণ্ন না হয়, তাদের জীবন-সম্পত্তি, 'ইয্যাত-আব্রুর নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়। ইসলামই প্রকৃত অর্থে মানবিক সভ্যতা। ইসলামের দৃষ্টিতে চামড়া সাদা না কালো দেখা হয় না, দেখা হয় না কার বর্ণ কী। রাষ্ট্রের সকল নাগরিকই সমঅধিকার ও মর্যাদা ভোগ করবে- এই হল ইসলামের সুস্পষ্ট নীতি। রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু অমুসলিমদেরকে ইসলাম যে পরিমাণ অধিকার ও মর্যাদা দান করে এবং ঐতিহাসিকভাবে এর যে প্রমাণ রয়েছে, অন্য কোথাও তার বাস্তব নজীর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বর্তমানকালের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে সকলের সমান অধিকার ও মর্যাদার কথা বলা হয়, তবে তা হল কথার ফুলঝুরি মাত্র। এর বাস্তব নিদর্শন পৃথিবীবাসী আজো কোথাও দেখেনি। পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে সংখ্যালঘুরা হরহামেশা বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছে, যা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ কারণেই বলা হয়ে থাকে যে, "Democracy is in fact a visionary ideal, impossible of realization."[১৭৯]

গ্রন্থপঞ্জী

আল-কুর'আন

আত-তাফসীর ঃ

ইবনু কাছীর, আবুল ফিদা' ইসমা'ঈল, *তাফসীরুল কুর'আনিল আযীম,* রিয়াদ ঃ দারু তাইয়িবাহ, ১৯৯৯

শফী', মুফতী মুহাম্মাদ, *মা'আরিফুল কুর'আন,* (অনু. ও সম্পা. : মাওলানা মুহী উদ্দীন খান), মাদীনা মুনাওয়ারা : খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহদ কুর'আন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.

হাদীস ঃ

বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল, আস-সাহীহ, বৈরূত ঃ দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭

মুসলিম, *আস-সাহীহ,* বৈরূত ঃ দারু ইহ্য়া'ইত্ তুরাছিল আরবী, তা.বি.

নাসা'ঈ, আহমাদ, *আস-সুনানুল কুবরা',* বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯১

১৭৮. হাবীবুল্লাহ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৮১

১৭৯. Rodee, *Introduction to political science*, p.94

আবূ দাউদ, সুলায়মান , *আস-সুনান* , বৈরূত ঃ দারুল ফিকর, তা.বি.
তিরমিযী, আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ, *আল-জামি'*, বৈরূত ঃ দারু ইহ্‌য়া'ইত্‌ তুরাছিল আরবী, তা.বি.
ইবনু মাজাহ, আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ, *আস-সুনান,* বৈরূত ঃ দারুল ফিকর, তা.বি.
ইমাম মালিক, *আল-মুওয়াত্তা,* মিসর ঃ দারু ইহ্‌য়া'ইত্‌ তুরাছিল আরবী, তা.বি.
ইবনু আবী শায়বাহ, 'আবদুল্লাহ, *আল-মুছান্নাফ,* রিয়াদ ঃ মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯ হি.
বায়হাকী, আবূ বাকর আহমাদ, *আস-সুনানুল কুবরা'* , মক্কা ঃ মাকতাবাতু দারিল বায, ১৯৯৪
দারাকুতনী, 'আলী, *আস-সুনান,* বৈরূত ঃ দারুল মা'আরিফাহ, ১৯৬৬
ইবনুল আছীর, মাজুদ্দীন, *আন-নিহায়াতু ফী গারীবিল হাদীস,* বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৭৯
বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ,* বৈরূত : দারুল বাশা'ইরিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৯
আবূ না'ঈম আল-ইস্পাহানী, *মা'আরিফুতস সাহাবাহ,* রিয়াদ ঃ দারুল ওয়াত্বন, ১৪১৯হি.

ফিকহ ঃ

ইমাম শাফি'ঈ, আল-উম্ম
আস-সারাখসী, আবূ বাকর মুহাম্মাদ, *আল-মাবসূত,* বৈরূত ঃ দারুল মা'আরিফাহ
আল-কাসানী, 'আলা উদ্দীন, *বাদা'ইয়ুস সানা'ই,* বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ
আল-মারগীনানী, বুরহানুদ্দীন 'আলী, *আল-হিদায়াহ,* দেওবন্দ ঃ কুতুবখানা রহীমিয়্যাহ
ইবনুল হুমাম, কামাল উদ্দীন, *ফাতহুল কাদীর শারহুল হিদায়াহ,* দারুল ফিকর
যায়লা'ঈ, 'উছমান, *তাবয়ীনুল হাকা'ইক শারহু কানযিদ দাকা'ইক,* দারুল কিতাবিল ইসলামী
ইবনু নুজায়ম, যায়নুদ্দীন, *আল-বাহরুর রা'ইক শারহু কানযিদ দাকা'ইক,* দারুল কিতাবিল ইসলামী
আল-বাবরতী, মুহাম্মাদ, *আল- 'ইনায়াহ শারহুল হিদায়াহ,* দারুল ফিকর
ইবনু 'আবিদীন, মুহাম্মাদ আমীন, *রাদ্দুল মুহতার,* বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ
আল-বাহুতী, মানছূর, *দাকা'ইকু উলিন নুহা,* 'আলামুল কুতুব
নাবাবী, ইয়াহ্‌ইয়া, *আল-মাজমূ' শারহুল মুহায্‌যাব,* আল-মাত'বাআতুল মুনীরিয়্যাহ
ইবনু কুদামাহ, মুওয়াফ্‌ফাকুদ্দীন, *আল-মুগনী,* বৈরূত ঃ দারু ইহ্‌য়া'ইত্‌ তুরাছিল আরবী
আবূ ইউসূফ, *কিতাবুল খারাজ,* বৈরূত ঃ দারুল মা'আরিফাহ,১৩৯৯
আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ- শুয়ূনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৫

সীরাত ও তারীখ ঃ

তাবারী, আবূ জা'ফার মুহাম্মদ ইবনু জারীর, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক,* লিডেন, ১৮৭৯
ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* বৈরূত ঃ দারু ইহ্‌য়া'ইত্‌ তুরাছিল আরবী, ১৪১৫হি.
ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু,* বৈরূত ঃ দারুল ফিকর, তা.বি.
ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *যাদুল মা'আদ*
,, , *আহকামু আহলিয যিম্মাহ*
আল-কালকাশান্দী, *সুবহুল আ'শা* , কায়রো ঃ আল-মাতবা'আতুল আমীরিয়্যাহ, ১৯১৪
আল-বালাযূরী, *ফুতূহুল বুলদান,* বৈরূত ঃ দারুল হিলাল, ১৪০৩হি.
কাদী 'ইয়াদ, *আশ-শিফা'*

বিবিধ ঃ

আল-মাওয়ার্দী, আবুল হাসান 'আলী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ,* বৈরূত ঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ
মাওদূদী, সাইয়েদ আবুল আ'লা, *ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান,* ঢাকা ঃ শতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৯৭
'আবদুর রাহমান পাশা, *সুওয়ারুন মিন হায়াতিত তাবি'ঈন,* কায়রো : দারুল আদাবিল ইসলামী, ১৪১৮হি.
তাওফীক সুলতান, *তারীখু আহলিয যিম্মাহ ফিল 'ইরাক,* রিয়াদ : দারুল 'উলূম, ১৪০৩
আল-লুহায়দান, 'আবদুল্লাহ, *ফিকহুস্ সুন্নাহ*
হাবীবুল্লাহ, ড. *হুযুরে আকরাম কী সিয়াসী যিন্দেগী*
আর্নল্ড, টমাস, *The preaching of Islam* (অনু.: আদ-দা'ওয়াতু ইলাল ইসলাম), মিসর : মাকতাবাতুন নাহদাহ, ১৯৭০
হজ, জি. গ্রেট, *শামসুল 'আরব তাছতা'উ 'আলাল গারব,* (অনু.: ফারূক বায়দূন ও কামাল দাসূকী), বৈরূত ঃ দারু সাদির, ১৪২৩ হি.
ডিওর‍্যান্ট, ভিল, *কিসসাতুল হাদারাতি* (অনু.), বৈরূত ঃ দারুল জীল, তা.বি.
ফিগুলি, ভি. *লা সুকৃতা বা'দাল ইয়াওমি* (অনু.), বৈরূত : শারিকাতুল মাতবূ'আত, ২০০১
আযীয, নসরুল্লাহ, *ইসলামের জীবন চিত্র,* ঢাকাঃ প্রবাল প্রকাশন লিঃ, ১৯৮৪
সেমিনার স্মারক গ্রন্থ ২০০৮, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা
Le Bon, Dr. Gustave, *La Civilisation des Arabes*, (অনু. *হাদারাতুল আরব)*
Finlay, *Histoty of the Byzantine.*
Maciver, R.M., *The web of government.*
Rodee, Dr. C.C., *Introduction to political science*, Neywork: McGraw Book Company, 2nd ed.

--o--

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

ISBN: 984-843-029-0 set